Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমুন নাহার

রোলঃ ২৩১০০১২০৩৯২

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজমুন নাহার

রোলঃ ২৩১০০১২০৩৯২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজমুন নাহার, আইডিঃ ২৩১০০১২০৩৯২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাজমুন নাহার

(স্বাক্ষর)

নাজমুন নাহার

আইডিঃ ২৩১০০১২০৩৯২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় – ১: জিহাদের সংজ্ঞা ও পরিচয় 5

অধ্যায় – ২: জিহাদের প্রকারভেদ 7

অধ্যায় – ৩: জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত : 9

অধ্যায় – ৪: জিহাদের নিয়মকানুন ও আদবসমূহ 12

অধ্যায় – ৫: জিহাদে অর্থ ব্যায়ের ফজিলত 19

অধ্যায় – ৬: জিহাদ জান্নাত লাভের উত্তম সওদা: 23

অধ্যায় – ৭: জিহাদ মুমিনের বৈশিষ্ট্য 26

অধ্যায় – ৮: ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল জিহাদ 33

অধ্যায় – ৯: জিহাদে দান করার দৃষ্টান্ত 35

অধ্যায় – ১০: জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া 43

অধ্যায় — ১১: ইলম ও দাওয়াহ'র মাধ্যমে জিহাদ 47

অধ্যায় — ১২: অর্থ ও সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ 55

অধ্যায় — ১৩: জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য : 65

অধ্যায় — ১৪: জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপব্যখ্যা 72

অধ্যায় — ১৫: সশস্ত্র জিহাদের শর্তাবলি 82

অধ্যায় —১৬: ইসলামি রাষ্ট্র ও জিহাদের সম্পর্ক 89

অধ্যায় — ১৭: মুজাহিদের গুণাবলী ও দায়িত্ব 93

অধ্যায় — ১৮ নারী ও জিহাদ (দায়ীত্ব ও অংশগ্রহণ) 97

অধ্যায় — ১৯: আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মর্যাদা 102

অধ্যায় —২০: আধুনিক যুগে জিহাদের প্রসঙ্গিকতা 107

অধ্যাশ —২১: আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফজিলত 112

অধ্যায় —২২: রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের জিহাদ 119

অধ্যায় —২৩: জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন এর ফজিলত 133

অধ্যায় – ১: জিহাদের সংজ্ঞা ও পরিচয়

জিহাদ (جِهاد) আরবি শব্দ, মুলধাতু জাহাদা (جهد) থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ চেষ্টা করা,সাধনা করা,কষ্ট স্বীকার করা,সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করা।

সুতরাং শাব্দিক অর্থে জিহাদ মানে "কোনো লক্ষ্য অর্জনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও সাধনা করা।"

পরিভাষা: আল্লাহর পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করা।এটি মুলত কিতাল (قتال) এর সাথে সম্পর্কিত এবং ফিকহের কিতাবুল জিহাদে এই অর্থেই আলোচিত হয়।

অথবা,আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নফস,জান,মাল,জবান ও সকল সামর্থ্য দ্বারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَن عَمْرِوبْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَماَ الْجِهَادُ؟ قَالَ اَنْ تُقَاتِلُ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتَهُمْ قِيْلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُه وَاُهْرِيْقَ دَمُه.

সাহাবী হযরত আমার ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা জৈনক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন জিহাদ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির জিহাদ সর্ব উৎকৃষ্ট যার ঘোড়া জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শাহাদাত বরণ করে।[১]

উল্লেখিত হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামই হলো জিহাদ।

টিকা ১: কানজুল উম্মাল ১/২৭ আহমাদ, সহীহ এর রিজাল,বায়হাকী,তিবরানী।

অপর এক হাদিসে এসেছে___

قَالَ وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ اَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتَهُمْ وَلَا تَغُلُّ وَلَا تَجْبُنَ

একদা কোন এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল জিহাদ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন প্রকার খিয়ানত ও অলসতা ছাড়া কাফেরের সাথে লড়াই করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২]

টিকা ২ : বায়হাকী ফী শোবুল ঈমান।

জিহাদের পরিচয়:

'জিহাদ' শব্দটির একটি সাধারন অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে।'জিহাদের' সাধারন অর্থ হলো,আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়াতের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ,তিতিক্ষা ও কষ্ট সহ্য করা হয় তাই জিহাদ। তা যেকোন পথেই হোক বা যেকোনো পন্থায়ই হোক না কেন। অপরদিকে 'জিহাদ' যা শরীয়তের একটি বিষেশ পরিভাষা, যার অর্থ হলো আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

জিহাদের শরয়ী অর্থই আসল যা সাধারন অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিষেশ অবস্থায় ফরযে আইন হয়ে যায়।

অধ্যায় – ২: জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামি পন্ডিতরা জিহাদকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.জিহাদুন নাফস (জিহাদুল আকবর) : নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম —-এটিকে "বৃহত্তম জিহাদ" বলা হয়।

- প্রবৃত্তি ও কুপ্রবনতার বিরুদ্ধে লড়াই করা।
- ইবাদাত,তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির সাধনা করা।
- হারাম থেকে বিরত থাকা এবং ফরজ আদায়ে অবিচল থাকা।

ইমান গাজ্জালী বলেছেন— "যে নিজের নফসকে জয় করতে পারে, সে দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় বিজয়ী।"

২.জিহাদুশ শয়তান —শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

- শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা প্রতিহত করা।
- সন্দেহ ও বিভ্রান্তি থেকে ঈমান রক্ষা করা।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইস্তিআযার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু,অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গন্য করো।" **(সুরা ফাতির: ০৬)**

৩.জিহাদুল মুনাফিকিন ওয়াল কুফফার—- মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

"ইবনুল কায়্যিম এই জিহাদ কে ৪ টি স্তরে ভাগ করেছেন"

১. কলব দ্বারা — অন্তরে বাতিলকে ঘৃণা করা।

২. জিহ্বা দ্বারা — হকের কথা বলা দাওয়াতও হুজ্জত কায়েম করা।

৩. সম্পদ দ্বারা — দ্বীনের কাজে অর্থ ব্যয় করা।
৪. জান দ্বারা — প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম (কঠোর শর্ত সাপেক্ষে)।

"মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ মুলত ইলম ও হুজ্জত দ্বারা — কারন তারা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে থাকে।"

৪. জিহাদুল বায়ান — (ইলমি জিহাদ) : জ্ঞানও দাওয়াতের জিহাদ।

- বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সুন্নাহর প্রমাণ উপস্থাপন করা।
- ইসলামের সঠিক ব্যখ্যা প্রচার প্রচারনা করা।

"কাজেই কাফিরদের অনুসরণ করো না এবং এর (কুরআনের) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ করো।" **(সুরা ফুকান : ৫২)।**

৫. কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) — জিহাদুস সাইফ

এটি জিহাদের একটি বিষেশ প্রকার,যার জন্য ফিকহে কঠোর শর্তারোপ করা হয়েছে।

- রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদন করা।
- জুলুম প্রতিহত করা, ফিতনা দূর করা।

পরিশেষে বলা যায় যে,জিহাদ একটি ব্যাপক ধারনা। সশস্ত্র সংগ্রাম এর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এবং আত্মিক জিহদাই মুলত একজন মুমিনের নিরন্তর সাধনা।

অধ্যায় – ৩: জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত :

জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কিত অসংখ্য আয়াত কুরআনে কারীমে বর্নিত আছে।

আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَم يَرتابوا وَجاهَدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم في سَبيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقونَ

"মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।"

(সূরা হুজুরাত: ১৫)

এই আয়াতে আল্লাহ জিহাদকে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঈমানের দাবি শুধু মুখের কথায় নয়, জান ও মাল দিয়ে প্রমাণিত হয়।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহপাক বলেন :

إِنَّ اللَّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنينَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرآنِ وَمَن أَوفى بِعَهدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمُ الَّذي بايَعتُم بِهِ وَذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ তাতে আনন্দিত হও। এটিই হলো মহাসাফল্য।"

(সূরা তাওবা: ১১১)।

এই আয়াতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ — আল্লাহ নিজেকে ক্রেতা এবং বান্দার জান-মালকে পণ্য হিসেবে উল্লেখ করে এক অনন্য ব্যবসায়িক রূপক ব্যবহার করেছেন।

অপর এক আয়াতে এসেছে —

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرونَ بِالَّذينَ لَم يَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং তাদের রিযিক দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্যও আনন্দ প্রকাশ করছে — তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"
(সূরা আলে ইমরান: ১৬৯-১৭০)

➤ আল্লাহ এখানে জিহাদকে "তিজারাহ" অর্থাৎ ব্যবসা বলেছেন — যে ব্যবসায় ক্ষতি নেই, শুধু লাভ। এটি আখিরাতের সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ।

কুরআনে বর্ণিত জিহাদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত নিম্নে আলোচনা করা হলো :

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

"মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে — অক্ষম ব্যতীত — এবং যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে ঘরে বসে থাকা ব্যক্তিদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ করেছেন।"
(সূরা নিসা: ৯৫)

➤ আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে জিহাদকারী ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি "সমান নয়" — এটি মর্যাদার বিশাল ব্যবধান।

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত — কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারো না।"
(সূরা বাকারা: ১৫৪)

➤ শহীদের জীবন সাধারণ জীবনের চেয়ে উচ্চতর এক অস্তিত্ব — এটি কুরআনের সরাসরি ঘোষণা।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার পথে জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"
(সূরা আনকাবুত: ৬৯)

➤ এই আয়াতটি আত্মিক জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল — যে আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখান।

উপরিউক্ত আয়াত গুলো থেকে এটা প্রতিয়মান যে জিহাদ মুনিনের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফজিলতও ব্যাপক।

অধ্যায় – ৪: জিহাদের নিয়মকানুন ও আদবসমূহ

ইসলামি যুদ্ধনীতি অত্যন্ত মানবিক ও সুশৃঙ্খল। ইসলাম কখনো উদ্যত্ব আচরনকে সমর্থন করে না। জিহাদের ময়দানে যেসব নিয়মকানুন মেনে চলা অপরিহার্য, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো —

- নারী,শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ্য ও নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- ফলের গাছ কাটা, অকারনে ফসল নষ্ট করা,বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া ও পশু হত্যা করা নিষিদ্ধ।
- আহত শত্রু সৈন্যদের চিকিৎসা করতে হবে, বন্দিদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে এবং তাদের খাবার ও আশ্রয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- যুদ্ধে বিষাক্ত অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- আত্মসমর্পন কারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

জিহাদের আদবসমূহ :

ইসলামি ফিকহ ও আদাবের গ্রন্থসমূহে জিহাদের আদব (শিষ্টাচার ও বিধিমালা) দুটি প্রধান স্তরে আলোচিত হয়েছে — অভ্যন্তরীণ/আধ্যাত্মিক আদব এবং বাহ্যিক/শরঈ আদব।

অভ্যন্তরীন /আধ্যাত্মিক আদবসমূহ :

১.ইখলাস (الإخلاص) : নিয়তের পরিশুদ্ধি

এটি সকল অভ্যন্তরীণ আদবের উম্মুল আদাব — মূল ভিত্তি।

ইবনুল কাইয়িম বলেন, আমল কবুলের দুটি শর্ত — মুতাবাআত (সুন্নাহর অনুসরণ) এবং ইখলাস (একনিষ্ঠতা)। ইখলাস না থাকলে আমল খোলস মাত্র।

জিহাদে ইখলাসের অর্থ:

গনিমতের লোভ অন্তর থেকে বিদূরিত করা

সুনাম ও বীরত্বের প্রদর্শনী (রিয়া) থেকে মুক্ত থাকা
জাতীয়তাবাদ বা গোত্রীয় আসাবিয়্যাহ থেকে নিয়তকে পরিষ্কার রাখা
একমাত্র ইল'উ কালিমাতিল্লাহ — আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা — উদ্দেশ্য হওয়া
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে যাতে আল্লাহর কালিমা সর্বোচ্চ হয়, সে ফি সাবিলিল্লাহ।" **— বুখারি ও মুসলিম**

২. তাওয়াক্কুল (التوكل) : আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা
মুজাহিদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে — বিজয় ও পরাজয় একমাত্র আল্লাহর হাতে। সংখ্যাধিক্য, অস্ত্র বা কৌশল — এসবকে প্রকৃত কারণ মনে করা অভ্যন্তরীণ শিরকের দরজা।
কুরআন বলে:
"যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না।"
— আলে ইমরান: ১৬০

তাওয়াক্কুলের ভুল বোঝাবুঝি: এর অর্থ উপায়-অবলম্বন পরিত্যাগ নয়, বরং উপায় গ্রহণের পর ফলাফল সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া।

৩. সবর (الصبر) : ধৈর্য ও অবিচলতা
ইমাম গাজ্জালি সবরকে তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন:
সবর আলাত-তা'আত — আনুগত্যে অটল থাকা
সবর আনিল মা'আসি — পাপ থেকে বিরত থাকা
সবর আলাল মুসি'বাহ — বিপদে ধৈর্য ধারণ
জিহাদে এই তিনটিই একসাথে পরীক্ষিত হয়। ময়দানে ভয়, ক্লান্তি ও ক্ষতির মুখে অন্তরের স্থিরতা রক্ষা করাই প্রকৃত সবর।
"হে মুমিনগণ, সবর করো, সবরে প্রতিযোগিতা করো, এবং (ময়দানে) দৃঢ় থাকো।"
— আলে ইমরান: ২০০

৪. শাজাআত (الشجاعة) : আধ্যাত্মিক সাহস
ইবনুল কাইয়িম শাজাআতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. বাহ্যিক শাজাআত — শত্রুর মুখে পিঠ না দেওয়া।
খ. অভ্যন্তরীণ শাজাআত — যা আরও গভীর।
নফসের বিরুদ্ধে সাহস — প্রবৃত্তির দাবি প্রত্যাখ্যান করা
শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে সাহস — সন্দেহ ও হতাশার মোকাবেলা
দুনিয়ার ভয় থেকে মুক্তি — মৃত্যুভয়কে অন্তর থেকে অতিক্রম করা
প্রকৃত কাপুরুষতা শুধু ময়দান থেকে পালানো নয় — সত্য বলতে ভয় পাওয়া, হকের উপর দাঁড়াতে না পারা — এটাও কাপুরুষতা।

৫. মুরাকাবা (المراقبة) : আল্লাহর দৃষ্টির সার্বক্ষণিক চেতনা
ময়দানে কিংবা নির্জনে — মুজাহিদ জানে আল্লাহ তাকে দেখছেন। এই চেতনা গনিমতে খিয়ানত থেকে বিরত রাখে।
নিষিদ্ধ হত্যা থেকে বিরত রাখে।
রিয়া ও অহংকার থেকে অন্তরকে রক্ষা করে।
ইমাম হারিস আল-মুহাসিবি বলেন — যে ব্যক্তি জানে আল্লাহ তার অন্তর দেখছেন, সে কখনো অন্তরে পাপ লালন করতে পারে না।

৬. রজা ও খওফ (الرجاء والخوف) : আশা ও ভয়ের ভারসাম্য।
মুজাহিদের অন্তর দুটি ডানায় উড়ে।
খাওফ — আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়, যা অহংকার ও বেপরোয়াভাব দূর করে।
রজা — শাহাদাতের পুরস্কার ও আল্লাহর রহমতের আশা, যা ভয় ও হতাশা দূর করে।
ইমাম গাজ্জালি বলেন — এই দুটি ছাড়া অন্তর হয় দম্ভী হয়, নয়তো নিরাশ হয়।

বাহ্যিক/শরঈ আদবসমুহ:

ফুকাহায়ে কিরাম এই আদবসমূহকে মূলত পাঁচটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন — যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন, যুদ্ধোত্তর, বন্দি-সংক্রান্ত এবং গনিমত-সংক্রান্ত।

**** প্রথম পযায়: যুদ্ধপূর্ব আদব**

১. ইমামের অনুমতি (إذن الإمام)

হানাফি, শাফিঈ, মালিকি ও হাম্বলি — চার মাযহাবের ঐকমত্য যে কিতালি জিহাদ ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা বৈধ নয়। এটি নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয় — বরং বিশৃঙ্খলা, ফিতনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থে যুদ্ধের নামে রক্তপাত রোধের ফিকহি দেয়াল।

ইমাম ইবনে কুদামা (আল-মুগনি-তে) বলেন — ইমামের অনুমতি শর্ত, কারণ তিনিই মাসলাহাত ও পরিস্থিতি যাচাই করতে সক্ষম।

২. পিতামাতার অনুমতি (إذن الوالدين)

ফরযে কিফায়া জিহাদে পিতামাতার অনুমতি ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবিকে জিহাদে যেতে নিষেধ করে বললেন:

"তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সেবায় জিহাদ করো।" — **বুখারি ও মুসলিম**

তবে ফরযে আইন হলে — যেমন নিজ ভূমিতে আক্রমণ হলে — এই শর্ত শিথিল হয়।

৩. দাওয়াত পূর্বে দেওয়া (تقديم الدعوة)

যুদ্ধ শুরুর আগে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সুন্নাত, অনেকের মতে ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাপতিকে নির্দেশ দিতেন:

প্রথমে ইসলামের দিকে ডাকো → না মানলে জিযিয়া প্রস্তাব করো → তারপর যুদ্ধ।

যে জাতির কাছে ইতোমধ্যে দাওয়াত পৌঁছেছে, সেখানে পুনরায় দাওয়াত মুস্তাহাব।

৪.প্রস্তুতি গ্রহণ (الاستعداد)

কুরআন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে:

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটুকু পারো শক্তি প্রস্তুত রাখো।" — **আনফাল: ৬০**

এই প্রস্তুতি কেবল অস্ত্রের নয় — শারীরিক, মানসিক, কৌশলগত ও আর্থিক প্রস্তুতি সবই অন্তর্ভুক্ত। অলসতা ও অপ্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপ দেওয়া নিষিদ্ধ।

**** দ্বিতীয় পর্যায় — যুদ্ধকালীন আদব**

১. নিষিদ্ধ হত্যার বিধান (تحريم قتل المعصومين)

এটি ইসলামি যুদ্ধনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শরঈ আদব। নিম্নোক্ত শ্রেণিকে হত্যা করা হারাম:

নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ ও পঙ্গু, আত্মসমর্পনকারী, দূত ও আলোচক,চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি।

তবে বিধান পরিবর্তন হয় যদি নারী বা বৃদ্ধ সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন।

২. বিকৃতি ও অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ (النهي عن المثلة)

মৃত শত্রুর দেহ বিকৃত করা — নাক-কান কাটা, অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা — হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি অভিযানে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন।

"কাউকে বিকৃত করো না।" — **মুসলিম**

৩. পরিবেশ ও সম্পদ রক্ষা (حماية البيئة والممتلكات)

খলিফা আবু বকর রা.-এর ঐতিহাসিক দশ-দফা নির্দেশনা:

গাছ কাটবে না যা ফল দেয় — ফসল জ্বালাবে না — পশু জবাই করবে না প্রয়োজন ছাড়া — গির্জা ও উপাসনালয় ধ্বংস করবে না — ইবাদতরত মানুষকে হত্যা করবে না।

এটি আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বহু শতাব্দী আগের ইসলামি বিধান।

৪. পলায়নের নিষেধাজ্ঞা (تحريم الفرار)

কুরআন পলায়নকে কবিরা গুনাহ বলেছে:

"যে ব্যক্তি সেদিন পিঠ দেখাবে — আল্লাহর গজব তার উপর পড়বে।" — **আনফাল: ১৬**

তবে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ — পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে বা অন্য দলে যোগ দিতে — এর আওতার বাইরে। ইমাম শাফিঈ এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

৫. আগুন দিয়ে শাস্তি নিষিদ্ধ (النهي عن التعذيب بالنار)

"আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য শোভনীয় নয়।" — **আবু দাউদ**

শত্রুকে জীবিত পুড়িয়ে মারা বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করা — হারাম।

৬. চুক্তি ও নিরাপত্তার সম্মান (الوفاء بالعهد والأمان)

কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমকে আমান (নিরাপত্তার নিশ্চয়তা) দেয়, তা লঙ্ঘন করা হারাম। এমনকি একজন সাধারণ মুসলিম মহিলার দেওয়া আমানও বৈধ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

** তৃতীয় পর্যায় — বন্দি-সংক্রান্ত আদব

১. বন্দিদের সাথে আচরণ (معاملة الأسرى)

কুরআন বলে:

"তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবী, ইয়াতিম ও বন্দিকে আহার দেয়।" — **দাহর: ৮**

ফিকহি বিধান:

- বন্দিকে পর্যাপ্ত আহার ও বস্ত্র দিতে হবে।
- নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ হারাম।
- অঙ্গচ্ছেদ বা ক্ষতবিক্ষত করা নিষিদ্ধ।

২. বন্দির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ (خيارات الأسير)

ইমামের কাছে চারটি বিকল্প রয়েছে — ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদসহ:

- মুক্তিপণে মুক্তি।
- বিনামূল্যে মুক্তি।
- দাসত্ব।
- মৃত্যুদণ্ড।

** চতুর্থ পর্যায় — গনিমত-সংক্রান্ত আদব

১. গুলুলের নিষেধাজ্ঞা (تحريم الغلول)

বিতরণের আগে ব্যক্তিগতভাবে গনিমত আত্মসাৎ করা — গুলুল — কবিরা গুনাহ।

"যে ব্যক্তি গুলুল করে, সে কিয়ামতের দিন সেই আত্মসাৎকৃত বস্তু বহন করে উপস্থিত হবে।" — **বুখারি**

২. খুমুসের বিধান (الخُمُس)

কুরআন সুস্পষ্ট:

"জেনে রাখো, তোমরা যা গনিমত লাভ করো তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের এবং...

বাকি চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মধ্যে নির্ধারিত নিয়মে বণ্টিত হয়।"— **আনফাল: ৪১**

****পঞ্চম পর্যায় — যুদ্ধ সমাপ্তির আদব**

১. সন্ধি ও চুক্তির সম্মান (الوفاء بالصلح)

একবার সন্ধি সম্পন্ন হলে তা ভঙ্গ করা হারাম। কুরআন বলে:

"তোমরা চুক্তি পূর্ণ করো।" — **মায়িদা: ১**

এমনকি শত্রু চুক্তি ভাঙার আশঙ্কা হলেও — একতরফাভাবে ভাঙা যাবে না, বরং ঘোষণা দিয়ে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে।

২. অহংকার পরিহার (ترك الخيلاء)

বিজয়ের পর অহংকার, দম্ভ ও শত্রুকে অপদস্থ করা — নিষিদ্ধ। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারির উপর মাথা নত করে প্রবেশ করেছিলেন — বিজয়ীর দম্ভ নয়, বরং বিনম্রতার আদর্শ স্থাপন করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়্যাহ-তে) সংক্ষেপে বলেছেন —
জিহাদের শরঈ আদব মূলত দুটি মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে — ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় রোধ। এর বাইরে যা-ই হোক, তা জিহাদ নয় — ফাসাদ।

অধ্যায় – ৫: জিহাদে অর্থ ব্যায়ের ফজিলত

দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবসা—
ব্যবসায় শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত।সবায়ই চায় একটি লাভজনক ব্যবসা করতে।অনিশ্চিত এই লাভের আশায় মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করছে। এই সকল অনিশ্চিত ধোঁকার ব্যবসার স্থানে মুমিনের জন্য এমন উত্তম ব্যবসার স্থান রয়েছে যা দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে সফলতা সুনিশ্চিত। লস বা ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا هَل أَدُلُّكُم عَلى تِجارَةٍ تُنجيكُم مِن عَذابٍ أَليمٍ ۝
تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَتُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وَأَنفُسِكُم ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ ۝
يَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَيُدخِلكُم جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً في جَنّاتِ عَدنٍ ذلِكَ الفَوزُ العَظيمُ ۝

হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার সন্ধান দেব?যা তোমাদেরকে কঠিন আজাব থেকে রক্ষা করবে। তা হলো, তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে পারো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত, আর তোমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের বাস গৃহে বসবাস করতে দিবেন। এটাই মহাসাফল্য। **(সূরা সফ : ১০-১২)**

আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) উপরিউক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপন করে জিহাদ করাকে বানিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ বানিজ্য যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয় তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়।যে ব্যক্তি এই বানিজ্য অবলম্বন করবে আল্লাহ তাআ'লা

তার গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসঘৃহ দান করবেন।এসব বাসঘৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস বাসনের ব্যবস্থা থাকবে।[১]

টিকা ১ :তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন : ৮/৫০৪

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসায়ের সন্ধান দেব? যাতে শুধু লাভই রয়েছে – কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনবে এবং তোমাদের অর্থ সম্পদ ও জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে।

এ ব্যবসা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা সত্য উপলব্ধি কর। তোমরা খাটি মুমিন হও এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করো তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত।[২]

দুনিয়াবি ব্যবসার ফলে মানুষের আর্থিক অভাব অনটন দূর হয়। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এমন ব্যবসার কথা বলা হয়েছে যা দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

টিকা ২ : তাফসীরে নুরুল কুরআন : ২৮/১৬৯

জিহাদ ফরজ করার সাথে সাথে জিহাদে অর্থ ব্যয় করাকেও ফরজ করেছেন। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে মূল্যবান ও মোহাব্বাতের বস্তু হলো মুমিনের জান ও মাল।

জিহাদের ময়দানে উভয় বস্তুর কোরবানি দিতে হয় ,সেজন্য মহান আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকের শতাধিক আয়াত দ্বারা জিহাদের আদেশ করেছেন । তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যত স্থানেই জান ও মালের বর্ণনা রয়েছে তবে বিশেষ করে একটি স্থান ব্যতীত সমস্ত স্থানে মালের বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো :

انفِروا خِفافًا وَثِقالًا وَجاهِدوا بِأَموالِكُم وَأَنفُسِكُم في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ
“তোমরা অভিযানে বের হও বড় হালকা অথবা ভারী অবস্থায়, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে থাকো।” (সূরা তাওবাহ : ৪১)

لا يَستَأذِنُكَ الَّذينَ يُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن يُجاهِدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَليمٌ بِالمُتَّقينَ
‘যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে অব্যাহতি লাভের জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেনা। আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিনদের সম্পর্কে অবগত।’ (সূরা তাওবাহ : ৪৪)

فَرِحَ المُخَلَّفونَ بِمَقعَدِهِم خِلافَ رَسولِ اللَّهِ وَكَرِهوا أَن يُجاهِدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم في سَبيلِ اللَّهِ وَقالوا لا تَنفِروا فِي الحَرِّ قُل نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَو كانوا يَفقَهونَ
“যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে বসে থাকার জন্য আনন্দ লাভ করল এবং নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল।

لكِنِ الرَّسولُ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ جاهَدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم وَأُولئِكَ لَهُمُ الخَيراتُ وَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحونَ
“কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল, তারা অর্থ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।” (সূরা তাওবাহ : ৮৮)

إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَم يَرتابوا وَجاهَدوا بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم في سَبيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقونَ
“মু’মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, এরপর কোন প্রকার সন্দেহ করে নি এবং তাদের সম্পদ ও যান দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হল ঈমানের দাবিতে সত্য।” (সূরা হুজুরাত :১৫)

সারসংক্ষেপে, জিহাদে অর্থ ব্যয় ইসলামে সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত ইবাদতগুলোর একটি, যা সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে, সমাজকে সুদৃঢ় করে এবং আখিরাতে অতুলনীয় পুরস্কারের কারণ হয়।

অধ্যায় – ৬: জিহাদ জান্নাত লাভের উত্তম সওদা:

আল্লাহ তা'আলা সূরা আত-তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে এই সম্পর্কটিকে একটি ব্যবসায়িক চুক্তির রূপক উপস্থাপন করেছেন:

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ"

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

এই আয়াতটি ইসলামী চিন্তায় একটি অনন্য ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করে — যেখানে বান্দা ও রবের মধ্যে একটি চুক্তি (عقد / 'আকদ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

সওদার রুপক বিশ্লেষণ :

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই "ক্রয়-বিক্রয়" রূপকটি অত্যন্ত সুচিন্তিত:

বিক্রেতা —মুমিন বান্দা

ক্রেতা — আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন

পণ্য — জান ও মাল

মূল্য — জান্নাত

চুক্তিপত্র — তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন

সাক্ষী — আল্লাহ নিজে

এই রূপকে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ — অথচ মূলত জান ও মাল তো তাঁরই দেওয়া। সুতরাং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অসীম অনুগ্রহ।

এই সওদা উত্তম কেন??

ক) ক্ষণস্থায়ীর বিনিময়ে চিরস্থায়ী

দুনিয়ার জীবন সংক্ষিপ্ত ও নশ্বর। আল্লাহ বলেন:

"وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور" (আল-হাদীদ: ২০)

সুতরাং যা নশ্বর তা দিয়ে যা চিরন্তন তা পাওয়া — এর চেয়ে লাভজনক সওদা কল্পনাতীত।

খ) ক্রেতা নিজেই মূল্য নির্ধারণ করেছেন

সাধারণ ব্যবসায় ক্রেতা যথাসম্ভব কম দামে কিনতে চায়। কিন্তু এখানে ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ, যিনি জান্নাতকে মূল্য নির্ধারণ করেছেন — যা তাঁর সৃষ্টির সর্বোচ্চ পুরস্কার।

গ) পণ্য আসলে বিক্রেতার নিজস্ব নয়

মানুষের জান ও মাল মূলত আল্লাহরই আমানত। তিনি এই আমানতকেই ফিরিয়ে নিচ্ছেন এবং বিনিময়ে দিচ্ছেন জান্নাত — এটি মানবজাতির প্রতি তাঁর এক অতুলনীয় করুণা।

ঘ) চুক্তির গ্যারান্টর স্বয়ং আল্লাহ

"وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ" (সূরা আত-তাওবা: ১১১)

"আর আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে?"

মানবীয় ব্যবসায় প্রতারণার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু এই সওদায় ক্রেতা হলেন আল-ওয়াফী — যাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব।

শহীদের বিশেষ মর্যাদা

যাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদে প্রাণ দেন, তাঁদের জন্য কুরআন ও হাদীসে বিশেষ সম্মান: প্রাণহীন নন: "তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত।" (সূরা বাকারা: ১৫৪)

জান্নাতে সরাসরি প্রবেশ: কবরের পরীক্ষা ছাড়াই

৭২টি নিয়ামত — হাদীসে বর্ণিত

পরিবারের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা।

**ইবনে জারির মোহাম্মদ ইবনে কাব কারজী (রা:) বর্ণনা করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:) আরজ করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আপনার প্রতিপালক ও নিজের ব্যাপারে যেকোনো শর্ত আমাদের দ্বারা মানিয়ে নিতে পারেন।তিনি এরশাদ করলেন, আমি আমার প্রতিপালকের সম্পর্কে এই শর্ত পেশ করি যে —

তোমরা শুধু তারই এবাদত করবে, এবং কোন কিছুকে তার সঙ্গে শরিক করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে এই শর্ত পেশ করি যে, যে জিনিস থেকে তোমরা নিজেদের জান মালের হেফাজত কর সে জিনিস থেকে আমাকেও হেফাজত করবে। তারা বলল আমরা যদি তা করি তবে তার বিনিময়ে কি পাবো? তিনি বললেন জান্নাত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন এই ব্যবসা তো লাভজনক। আমরা এ ব্যবসা থেকে বিমুখ হবো না।১

টিকা ১ : তাফসীরে মাজহারী ৫/৪১৬,তাফসীরে নুরুল কুরআন ১১/৫১

**ইমাম রাজী (রহ.) বলেন,মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল তারা অব্যাহতভাবে কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকে এমন কি তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নেয়। মুসলমানদের এক বিরাট দল রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণের পরও তারা পূর্ণ উদ্যমে জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকে।২

টিকা ২: তাফসীরে কাবীর ১৬/২, তাফসীরে নুরুল কুরআন ১১/৫৩

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের মন্তব্য
"যদি কেউ এই সওদা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে প্রকৃত অর্থে বোকা ও ক্ষতিগ্রস্ত — কারণ সে সেটা বিক্রি করতে অস্বীকার করছে যা আল্লাহই তাকে দিয়েছেন, বিনিময়ে সে যা পাবে তা সে কল্পনাও করতে পারে না।"
(মাদারিজুস সালিকীন)

** জিহাদ — তার ব্যাপকতম অর্থে — হলো মুমিনের সমগ্র জীবনের একটি সচেতন অঙ্গীকার: নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে সত্যের জন্য দাঁড়ানো পর্যন্ত। আর এই পুরো যাত্রায় আল্লাহ তা'আলা নিজেই ক্রেতা, সাক্ষী ও পুরস্কারদাতা — এটিই এই সওদাকে সর্বোত্তম করে তোলে।

"فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ"
"সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই ব্যবসার বিষয়ে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ।" (সূরা আত-তাওবা: ১১১)

অধ্যায় – ৭: জিহাদ মুমিনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি সান্তনা করেন:

لَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَيَومَ حُنَينٍ إِذ أَعجَبَتكُم كَثرَتُكُم فَلَم تُغنِ عَنكُم شَيـًٔا وَضاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بِما رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُدبِرينَ

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ وَأَنزَلَ جُنودًا لَم تَرَوها وَعَذَّبَ الَّذينَ كَفَروا وَذلِكَ جَزاءُ الكافِرينَ

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে,যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল্য করেছিলো।কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্তনা তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদর্শন করেন কাফেরদের এবং এটাই হলো তাদের কর্মফল।(সূরা তাওবাহ:২৫-২৬)

আলোচ্য আয়াত দুটিতো এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে যে, কাফিররা সংখ্যায় বেশি থাকলেও এই সংখাধিক্য তাদের কোনো কাজে আসেনি। এই বিষাল প্রশস্ত পৃথিবী তাদের নিকট সংকুচিত মনে হলো এবং তারা রণাঙ্গন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেলো।অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের সাহায্য করার জন্য ফেরেশতার দল প্রেরন করলেন যাদেরকে তারা দেখতেও পায়নি। এপর তাদের হাতে জালিমদের শাস্তি প্রদান করলেন।

ثُمَّ نُنَجّي رُسُلَنا وَالَّذينَ آمَنوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَينا نُنجِ المُؤمِنينَ

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,এমনি ভাবে আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের রাসূলগনকে এবং যারা ঈমান এনেছে।এভাবে তাদেরকে বাঁচিয়ে নেওয়া আমার দায়িত্ব।(সূরা ইউনুস:১০৩)

অর্থাৎ কাফেরদের উপর যদি কোনো বিপদ নাযিল হয়,মুসলমারা তা থেকে হেফাজত থাকবে।সে বিপদ দুনিয়াতে হোক কিংবা আখিরাতে।(মা'আরেফুল কোরআন ৪র্থ খন্ড ৭০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা রুমের ৪৭ নাম্বার আয়াতে বলেন:

"ঈমানদারদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব"

وَلَقَد أَرسَلنا مِن قَبلِكَ رُسُلًا إِلى قَومِهِم فَجاءوهُم بِالبَيِّناتِ فَانتَقَمنا مِنَ الَّذينَ أَجرَموا وَكانَ حَقًّا عَلَينا نَصرُ المُؤمِنينَ

আপনার পূর্বে আমি রাসুলগনকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন।অতঃপর যারা পাপী ছিলো তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি।মুমিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।(সূরা রুম:৪৭)

ইরশাদ হয়েছে:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذينَ كَفَروا بِغَيظِهِم لَم يَنالوا خَيرًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤمِنينَ القِتالَ وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزيزًا

"আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্তায় ফিরিয়ে দিলেন,তারা কোনো কল্যান পায়নি।যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন।আল্লাহ শক্তিধর পরক্রমাশালী।"(সূরা আহযাব:২৫)

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ কাফিরদেরকে তথা মক্কার মুশরিকদেরকে খন্দক যুদ্ধকালে ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় মদীনা থেকে দূর করে দিলেন। তাদের কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি।যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ফলে কাফেররা মূল যুদ্ধে উপনীত হওয়ার পূর্বেই পালিয়ে যায়। (মা'আরেফুল কুরআন ৭ম খন্ড ৯৭ পৃঃ)

আসমান ও যমীনের বাহীনিসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লারই।

ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذي أَنزَلَ السَّكينَةَ في قُلوبِ المُؤمِنينَ لِيَزدادوا إيمانًا مَعَ إيمانِهِم وَلِلَّهِ جُنودُ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতা'আলা মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডলের বাহিনী সমূহ আল্লাহরই।এবং তিনি আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।(সূরা ফাতাহ:০৪)

আল্লাহ মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন। যার প্রতিক্রিয়া দুটি-(এক) জিহাদের বাইয়াতের সময় এগিয়ে যাওয়া সংকল্প ও সাহসীকতা; (দুই) কাফেরদের অন্যায় হঠকারীতার সময় নিজেদের জোশ ও ক্রোধকে বসে রাখা। যাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। কেননা রাসূলের (সা:) এর আনুগত্য ঈমানের নূর বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপায়।এই ঘটনায় সকল দিক দিয়ে রাসূলের (সা:) এর পূর্ন আনুগত্যের পরিক্ষা হয়েছে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের ডাক দিলেন এবং বাইয়াত নিলেন, তখন সবাই হৃষ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বাইয়াত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হলো।এরপর যখন রহস্য ও প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা:) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন,তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের (সা:) এর আনুগত্যে মাথা নত করে দিলেন এবং জিহাদ করা থেকে বিরত থাকলেন।নভমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহীনিসমূহ আল্লাহরই। তাই কাফেরদেরকে পরাজিত করা এবং ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী নন।তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহীনি প্রেরন করতে পারেন; যেমন বদর,আহযাব ও হুনাইনের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহীনি প্রেরন করাও মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য ; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফেরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতস্ততা করা উচিৎ নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা:) পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতঃস্তত করা সমীচীন নয়। জিহাদ করন ও জিহাদ

বর্জনের ফলাফল কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন,কেননা আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

কুরআনের আলোকে :

১. জিহাদের মূল প্রকৃতি: নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

কুরআন সর্বপ্রথম মুমিনকে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদে আহ্বান করে:

"وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا"

"যারা আমার পথে জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখাব।"

(আল-আনকাবূত: ৬৯)

এখানে "فِينَا" (আমার মধ্যে/আমার জন্য) শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জিহাদের লক্ষ্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি — ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়।

২. মুমিনের জিহাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) ঈমান ও জিহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

"إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ"

"মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ করেনি এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে।"

এই আয়াত মুমিনের সংজ্ঞাই নির্ধারণ করে দিয়েছে — প্রকৃত صَادِقُون (সত্যবাদী মুমিন) তারাই যারা ঈমানের দাবিকে জিহাদের মাধ্যমে প্রমাণ করে। (আল-হুজুরাত: ১৫)

বৈশিষ্ট্য:

সত্যিকার মুমিন — ঈমানে সন্দেহমুক্ত (لَمۡ يَرۡتَابُواْ)

সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে (بِأَمۡوَٰلِهِمۡ)

জীবন দিয়ে জিহাদ করে (وَأَنفُسِهِمۡ)

খ) কবীরাহ গুনাহ ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকা

"وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا"

"যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অনর্থক কাজের পাশ দিয়ে গেলে মর্যাদার সাথে চলে যায়।"

(আল-ফুরকান: ৭২)

এটি জিহাদুন নফস — প্রলোভন ও মিথ্যার বিরুদ্ধে ভেতরের লড়াই।

গ) সবর ও অবিচলতা

"يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ"

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো, প্রতিযোগিতামূলকভাবে ধৈর্য ধরো, সুদৃঢ় থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো।"

(আলে-ইমরান: ২০০)

তিনটি স্তর লক্ষণীয়:

| صَبَرُوا | সবর করা | নিজের কষ্টে ধৈর্য |

| صَابَرُوا | প্রতিযোগী ধৈর্য | শত্রুর চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল হওয়া |

| رَابِطُوا | রিবাত/প্রস্তুত থাকা | সর্বদা প্রস্তুত |

ঘ) কলমের জিহাদ — বাতিলের বিরুদ্ধে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা

"فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا"

"তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং এর (কুরআন) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করো।"

(আল-ফুরকান: ৫২)

ইমাম ইবন কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: "جِهَادًا كَبِيرًا" — এটি দলিল ও প্রমাণের জিহাদ, যা কখনো কখনো তরবারির জিহাদের চেয়ে কঠিন।

ঙ) সম্পদ ব্যয়ের জিহাদ

لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ"

"যে মুমিনরা ঘরে বসে থাকে এবং যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে — তারা সমান নয়।"

(আন-নিসা: ৯৫)

৩.মুমিনের জিহাদের নৈতিক সীমা

কুরআন সশস্ত্র জিহাদেও নৈতিক সীমা নির্ধারণ করেছে:

"وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ"

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না।"

(আল-বাকারা: ১৯০)

মুমিনের জিহাদ তাই কেবল বাহ্যিক যুদ্ধ নয় — এটি একটি সামগ্রিক আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক সংগ্রাম, যার কেন্দ্রে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার অবিরাম প্রচেষ্টা।

অধ্যায় – ৮: ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল জিহাদ

কুরআনের পরিভাষায় জিহাদ কেবল সশস্ত্র সংগ্রামে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সামগ্রিক ধারণা যা মানুষের সত্তার সকল স্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কুরআন নিজেই জিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছে:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ

"এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো — যেমনটি করা তাঁর প্রাপ্য।" (সূরা হজ্জ: ৭৮)

এখানে حَقَّ جِهَادِهِۦ — অর্থাৎ "যথার্থ জিহাদ" — ইঙ্গিত করে যে এটি একটি গভীর, বহুমাত্রিক ইবাদত।

ইরশাদ হয়েছে:

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে সে ব্যক্তির সমতুল্য মনে করো, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? এরা আল্লাহর কাছে সমান নয়।" (সূরা তাওবাহ: ১৯)

এই আয়াতে কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে — বাহ্যিক ধর্মীয় সেবা যত মহৎই হোক না কেন, ঈমান ও জিহাদের মর্যাদার সমকক্ষ নয়।

অপর এক আয়াতে এসেছে:

وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং স্বীয় ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে — আল্লাহর কাছে তারাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এবং তারাই সফলকাম।" (সূরা তাওবাহ: ২০)

এই আয়াতে তিনটি গুণ একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে — ঈমান + হিজরত + জিহাদ — এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে এরাই الْفَائِزُونَ (সত্যিকারের সফলকাম)।

হাদিসের ভিত্তি

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে একাধিক হাদিসে এসেছে:

"أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ"

"ঈমানের পর আল্লাহর পথে জিহাদ সর্বোত্তম আমল।"

(বুখারি ২৫১৮, মুসলিম ৮৩)

অন্য বর্ণনায় সালাত ও পিতামাতার সাথে সদাচারকেও সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে, যা থেকে আলেমরা বোঝেন — উৎকর্ষতা প্রসঙ্গ ও ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

ইমাম ইবনু হাযম আল-আন্দালুসি (রহ.) তাঁর আল-মুহাল্লা-তে এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) তাঁর মাজমূ' আল-ফাতাওয়া-তে (খণ্ড ১০) শক্তভাবে বলেন — ফরযে কিফায়া জিহাদ যখন ফরযে আইনে পরিণত হয়, তখন তা সমস্ত নফল ইবাদতের চেয়ে উচ্চতর। ইবনু তাইমিয়া আরো বলেন:

"لا عمل بعد الإيمان أفضل من الجهاد— "

ঈমানের পর জিহাদের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই।

কুরআনের সামগ্রিক দৃষ্টিতে জিহাদ কোনো একমাত্রিক ধারণা নয় — এটি মুমিনের পুরো জীবন, সত্তা ও সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদন করার এক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি। ঈমানের পর এটিকে সর্বোত্তম আমল বলার কারণ হলো — এটিই একমাত্র ইবাদত যা মানুষের সবকিছু দাবি করে: আত্মা, বুদ্ধি, অর্থ এবং প্রয়োজনে জীবন।

অধ্যায় – ৯: জিহাদে দান করার দৃষ্টান্ত

কুরআনুল কারিমে জিহাদে ব্যয় করার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন অলংকারপূর্ণ উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যয় শুধু সম্পদের নয় — জান, মাল, শ্রম ও মেধার সম্মিলিত উৎসর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

১. সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত — এক দানায় সাতশত শস্য

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই বীজের মতো যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে — প্রতিটি শীষে একশটি দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ প্রশস্ত, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা: ২৬১)

আল্লাহর পথে যারা দান করে তাদের প্রতিদান অনেক, তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উক্ত আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে জমিনে একটি ধানের বীজ রোপন করলে তাতে সাতটি শীস উৎপন্ন হয়,আর প্রত্যেকটি শীসে একশটি করে ধান হয়।এভাবে একটি ধানের বীজ থেকে সাতশত ধানের জন্ম হয়।অনুরূপ আল্লাহর রাহে সামান্য দানের বিনিময়ও অনেক বেশি। তা শতশত গুন হতে পারে বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অধিক দানকারী এবং তার দান অনন্ত - অসীম।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযির পর্যবেক্ষণ:

সংখ্যা ৭ আরবি ঐতিহ্যে "বহুত্ব" বোঝায়, অর্থাৎ ৭০০ একটি নির্দিষ্ট সীমা নয় বরং অসীম বৃদ্ধির ইঙ্গিত। তারপর আল্লাহ বললেন "যাকে ইচ্ছা বহুগুণ করেন" — অর্থাৎ ৭০০-এর পরেও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

কৃষিতাত্ত্বিক উপমার গভীরতা:

বীজ যখন মাটিতে পোঁতা হয়, বাহ্যত তা হারিয়ে যায় — কিন্তু সেটিই প্রাণ সঞ্চার করে। তেমনি সম্পদ ব্যয় করলে বাহ্যত কমে, কিন্তু পরকালীন ফসল অগণিত।

২. শর্তযুক্ত দান — মান ও কষ্ট ছাড়া

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ

"যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করে তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না — তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে আছে।"(সূরা বাকারা: ২৬২)

এখানে দানের তিনটি শর্ত স্পষ্ট:

ফি সাবিলিল্লাহ — নিয়তের বিশুদ্ধতা

লা মান্নান — অহংকারমুক্ত থাকা

লা আযান — গ্রহীতাকে লাঞ্ছনা না দেওয়া

৩. বাতিল দানের দৃষ্টান্ত — পাথরের উপর মাটি

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا

"তাদের দৃষ্টান্ত সেই মসৃণ পাথরের মতো যার উপর কিছু মাটি ছিল — তারপর প্রবল বৃষ্টি তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে মসৃণ করে ফেলল।" (সূরা বাকারা: ২৬৪)

এটি রিয়া (লোকদেখানো) ও মান সহকারে ব্যয়ের দৃষ্টান্ত। বাহ্যত বিশাল দান — কিন্তু নিয়তের পাথর তাতে কোনো ফসল জন্মাতে দেয় না।

৪. উত্তম দানের দৃষ্টান্ত — উঁচু বাগান

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং নিজেদের আত্মাকে সুদৃঢ় করতে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মতো।"(সূরা বাকারা:২৬৫)

দুটি অবস্থার বর্ণনা:

প্রবল বৃষ্টি হলে → দ্বিগুণ ফল

হালকা শিশির পড়লেও → যথেষ্ট ফল

এটি মুখলিস (নিষ্ঠাবান) ব্যক্তির দানের চিত্র — পরিস্থিতি যাই হোক, সওয়াব নিশ্চিত।

৫. আত্মাকে বিক্রির দৃষ্টান্ত

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন — জান্নাতের বিনিময়ে।" (সূরা তাওবা: ১১১)

এখানে দান একটি ব্যবসায়িক চুক্তির রূপক — যেখানে ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ এবং মূল্য হলো জান্নাত। এটি জিহাদে অংশগ্রহণ ও দানের সর্বোচ্চ প্রেরণামূলক বর্ণনা।

৬. সুদ বনাম সদাকার তুলনামূলক দৃষ্টান্ত

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ সুদকে মুছে দেন এবং সদাকাকে বৃদ্ধি করেন।" (সূরা বাকারা: ২৭৬)

এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে দুটি অর্থনৈতিক দর্শনের বিপরীত পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনের এই দৃষ্টান্তগুলো কেবল সওয়াবের প্রলোভন নয় — বরং এগুলো ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও আত্মিক পরিশুদ্ধির এক সামগ্রিক দর্শন উপস্থাপন করে।

**হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ; যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করে এবং নিজে আপন গৃহে অবস্থান করে, সে তার প্রত্যেকটি দিরহামের বিনিময়ে সাত হাজার দিরহামের সওয়াব লাভ করবে।

قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَتْ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ رَبِّ زِدْ أُمَّتِيْ فَنَزَلَتْ مَنْ ذَالَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِفَهْ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَبِّ زِدْ أُمَّتِيْيْ فَنَزَلَتْ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّا بِرُوْنَ اَجْرَهُمَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله (যারা নিজ ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত) অবতীর্ণ হয়,তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মতের জন্য আরও অধিক পরিমাণে দান করুন। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হল ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا (কে সেই ব্যক্তি? যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে) ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে দিগুণ - বহুগুণ করে দিবেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক আমার উম্মতের জন্য আরও বৃদ্ধি করে দিন। অতঃপর আয়াত নাজিল হলো - انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب যে ধৈর্য ধারণকারী হবে তার জন্য বে- হিসাব প্রতিদান মিলবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান-১০/৫০৫)

وَما تُنفِقوا مِن خَيرٍ فَلِأَنفُسِكُم وَما تُنفِقونَ إِلَّا ابتِغاءَ وَجهِ اللَّهِ وَما تُنفِقوا مِن خَيرٍ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ

তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজেদের উপকারার্থেই আর আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যয় করো না।আর যা কিছু তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে তোমরা প্রাপ্ত হবে আর তোমরা অত্যাচারিত হবে না। (সূরা:বাকারা:২৭২)

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর তা শুধু নিজেদের উপকারার্থেই কর।কেননা দান খয়রাতের সওয়াব তোমরাই লাভ করবে। দানের পরে গ্রহীতার প্রতি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করো না বা অনুগ্রহ করেছ বলে চিন্তাও করো না।এমনিভাবে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করো না।তোমরা যা দান - খয়রাত করো তা কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং এর বিনিময় তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে দেয়া হবে।আর তোমাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুৃম করা হবে না অর্থাৎ তোমাদের প্রাপ্ত সাওয়াব থেকে এতটুকুও কম করা হবে না।

অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন —

وَما لَكُم أَلّا تُنفِقوا في سَبيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَالأَرض ۟

আর তোমাদের কি হলো যে,তোমরা আল্লাহর রাহে (জিহাদের জন্য) ব্যয় করো না?অথচ আসমান জমীনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। (সূরা হাদীদ:১০)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য দানের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। কি হলো তোমাদের? কেন তোমরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করার জন্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করছো না?অথচ আসমান ও জমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআ'লা।

যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ছিলো তারা বর্তমানে নেই আর যারা বর্তমানে আছে তারা ভবিষ্যতে থাকবে না।অবশেষে এক আল্লাহ তাআ'লাই থাকবেন।তিনিই মালিক।সকল ধন সম্পদ তার কাছেই পড়ে থাকবে।প্রত্যেককে তার সবকিছু ছেড়ে পৃথিবী থেকে

চলে যেতে হবে। তাই বিবেকবান মানুষ সেচ্ছায় আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য দান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ননা করেন,প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছন,তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ? যার নিজের অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারীশদের অর্থ- সম্পদ অধীক প্রিয়?সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন— আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের অর্থ-সম্পদই অধীকতর প্রিয়।

প্রিয় নবী ﷺ বললেন,প্রত্যেকের ধন সম্পদ তাই যা সে মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর রাহে দান করার মাধ্যমে সম্মুখে প্রেরণ করে।আর ওয়ারিশদের সম্পদ তা যা সে রেখে যায়।(সহীহ বুখারী শরীফ-২/৯৫৩)

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা একটি বকরি যবেহ করলেন, এ বকরিটির কোন অংশ রয়েছে কি? বলা হলো বকরিটি একটি হাতে রয়েছে, আর সবই বিতরন করা হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ হাত ব্যতীত সবই রয়েছে অর্থাৎ যা কিছু দান করা হয়েছে তার সাওয়াব আখেরাতের ফান্ডে জমা হয়েছে, আর যেহেতু হাতটি দান করা হয়নি তাই তার সওয়াবও জমা হয়নি। (তীরমিযী শরীফ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “সূরা তাকাসুর” পাঠ করে এরশাদ করেছেন — মানুষ বলে, এটি আমার মাল এটি আমার সম্পদ; অথচ তার সম্পদ শুধু এতটুকুই যা সে খায়, পরিধান করে এবং আল্লাহর রাহে ব্যয় করে।যা সে খেয়ে ফেলল তাই শেষ হয়ে গেল, আর যেই পোশাক সে পরিধান করল তা পুরাতন হয়ে বেকার হয়ে গেল আর যা কিছু সে আল্লাহর রাহে ব্যয় করল তা তার সম্পদ হয়ে রয়ে গেল। (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহর পথে ব্যয়ের এই দৃষ্টান্তটি কেবল একটি সংখ্যাগত পুরস্কারের বিবরণ নয়, বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বার্তা বহন করে।

◇◇ মূল শিক্ষাসমূহ

১. বিশুদ্ধ নিয়্যতের অপরিহার্যতা

দানের পরিমাণ নয়, বরং অন্তরের ইখলাস-ই প্রতিদানের মাপকাঠি। একটি ক্ষুদ্র দানও বিশুদ্ধ নিয়্যতে ৭০০ গুণ ফলপ্রসূ হতে পারে।

২. দুনিয়াবি ক্ষতির ভয় অমূলক

বীজ মাটিতে পুঁতলে সাময়িকভাবে হারিয়ে যায়, কিন্তু ফসল হয়ে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে, আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পদ আপাতদৃষ্টিতে হ্রাস পেলেও প্রকৃত অর্থে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৩. আল্লাহর অসীম প্রাচুর্য

আয়াতের সমাপ্তিতে **وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** — "আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" — এই বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে ৭০০ গুণ একটি ন্যূনতম সীমা, প্রকৃত পুরস্কার আল্লাহর ইচ্ছা ও বান্দার অবস্থার উপর নির্ভর করে আরও অসীম হতে পারে।

৪. সামাজিক ও উম্মাহগত দায়িত্ব

জিহাদে অর্থ ব্যয় করা ব্যক্তিগত পুণ্য অর্জনের পাশাপাশি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধিতে অবদান রাখে — এটি একটি সম্মিলিত ফরয দায়িত্বের অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, এই কুরআনিক দৃষ্টান্ত মুমিনকে কৃপণতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে উদার ইনফাকের দিকে আহ্বান জানায়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদকে আখিরাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারে রূপান্তরিত করার এই সুযোগ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অনন্য অনুগ্রহ।

অধ্যায় – ১০: জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া

عَنْ مَعَا ذِبْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ تَبُوْكَ فَقَالَ: اِنْ شِئْتَ اَنْبِأُ تُكَ بِ رَأْسِ الاَمْرِوَعَمُوْدِهِ وَذَرْوَةُسَنَامِه، قُلْتُ:اَجَلْ يَا رَسُوْلَاللهِ،قَالَ:اَمَّا رَأْسُ الاَمْرِفَا الإِسْلاَمُ، وَاَمَّاعَمُوْدُه فَااصَّلاَةُ ، وَاَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَا الْجِهَادُ.

হযরত মা'আজ বিন জাবাল (রা:) বর্ননা করেন, আমরা তাবুক যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে অবস্থান করছিলাম।এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন – আমি কি তোমাদের বলবা না যে,ইসলামে স্তম্ভ ও চূড়া কোনটি?আমরা আরজ করলাম অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন – দুনিয়ার বুকে সকল কাজের মূলে হলো ইসলাম। আর ইসলামের স্তম্ভ হলো নামাজ আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

অর্থাৎ,

"ذروة سنام الإسلام"

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদকে ইসলামের "সর্বোচ্চ চূড়া" বলে অভিহিত করেছেন। মুআয ইবনে জাবাল رضي الله عنه বর্ণিত বিখ্যাত হাদিসে এসেছে:

"رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَاد"ُ

"বিষয়টির মূল হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো সালাত, আর এর কুঁজের সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।"

— (তিরমিযী: ২৬১৬, ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৩, সহীহ)

এখানে উটের কুঁজের রূপক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ — কুঁজের চূড়ায় পৌঁছানো কঠিন, কিন্তু সেখান থেকে দৃষ্টি সবচেয়ে প্রশস্ত।

সূত্র : মুসনাদে আহমদ - ৫/২৩,সুনানে তীরমিযী - ২/৮৯,মুসতাদরাকে হাকেম - ২/৩৯৪

"জিহাদ সর্বোচ্চ" — এর অর্থ কী?

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: জিহাদ যদি সর্বোচ্চ, তাহলে কি সালাত, হজ্জ বা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে উত্তম?

উলামার ব্যাখ্যা:

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: হাদিসটি বলছে জিহাদ হলো সর্বোচ্চ কষ্টসাধ্য ও ত্যাগস্বীকারের আমল — কারণ এতে জীবন, সম্পদ, পরিবার সবকিছু উৎসর্গ করা হয়। সর্বোচ্চ অর্থ সর্বাধিক পুরস্কার নয়, বরং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও বলিদান।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "উটের কুঁজে উঠতে পারে না সবাই — সেই শীর্ষে থাকে সে, যে সবচেয়ে সাহসী ও নিবেদিত।" জিহাদ তাই এমন এক মাকাম যেখানে পৌঁছানো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

অপর এক হাদিসে এসেছে —

عَنْ اَبِیْ اَمَامَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ذَرْوَةُ سَنَامِ الْاِسْلَامِ الْجِهَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ، لَا یَنَالُه اِلَّا اَفْضَلُهُمْ.

হযরত আবু উমামা (রা:) বর্ননা করেন যে,রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন — জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল ওই ব্যক্তিই সম্পাদিত করতে পারবে যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট অত্যাধিক প্রিয়। (মুজামে কাবীর, তাবরানী - ৮/২২৪)

হাদিসে এসেছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে আরবের মরু জাহাজ উটের সর্বোচ্চ অঙ্গ ‘কুহান’ চূটির সাথে উপমা দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বর্ণনা করেন এ উপমার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উটের যেমন সর্বোচ্চ অঙ্গ হলো তার চূটি।এর অনুরূপ ইসলামনামী দেহে সর্বোচ্চ অঙ্গ হলো জিহাদি ফি সাবিলিল্লাহ।

** হযরত ফজল ইবনে রিয়াদ বর্ণনা করেন, একদা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) এর সামনে জিহাদের আলোচনা চলছিল। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন নেকি সমূহের মাঝে জিহাদের চেয়ে নেকির কোন আমল নেই। জিহাদে বের হওয়াই এক মস্ত বড় ইবাদত। তাছাড়া যে ব্যক্তি দুশমনের সাথে মোকাবিলা করে সে ইসলাম ও তার ইজ্জতের হেফাজতকারী,তার চেয়ে আর সর্বউৎকৃষ্ট কে হতে পারে? যে অন্যের হেফাজতের জন্য অন্যের নিরাপত্তার জন্য নিজে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অগ্রসর হয় এবং একপর্যায়ে নিজের জান মালের নজরানা পেশ করে।

** ফুজায়ীল ইবনে আইয়াজ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে (রহ.) স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন আমলকে সর্বাধিক উত্তম পেয়েছেন? উত্তরে তিনি (রহ) বললেন ওই আমলকেই পেয়েছি যাতে আমি মশগুল ছিলাম। আমি তাকে খুলেই জিজ্ঞাসা করলাম তা কি জিহাদ ও পাহারাদারি? আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক দৃড়তার সাথে বললেন, হ্যাঁ! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন?তিনি বললেন আমাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

জিহাদকে "ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া" বলার কারণ স্পষ্ট — এটি কেবল সামরিক অভিযান নয়, বরং:

- আত্মার সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম
- বাতিলের বিরুদ্ধে জ্ঞান ও যুক্তির লড়াই

- জালিমের সামনে সত্য উচ্চারণের সাহস
- এবং প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গের প্রস্তুতি

তাই সামগ্রিক অর্থেই জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ প্রকাশ — কারণ এটি একজন মুমিনের সর্বোচ্চ সাধনা, সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের প্রতীক।

অধ্যায় — ১১: ইলম ও দাওয়াহ'র মাধ্যমে জিহাদ

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের সবচেয়ে ব্যাপক ও মৌলিক রূপ হলো জিহাদ বিল-কালাম — কলম ও কথার মাধ্যমে সংগ্রাম। ক্লাসিক্যাল উলামারা এটিকে অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রের জিহাদের চেয়েও অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করেছেন।

ইসলামে "জিহাদ" শব্দের মূল অর্থ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সংগ্রাম করা। এটি শুধু যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইলম, দাওয়াহ, আত্মশুদ্ধি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা—সবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে "ইলম ও দাওয়াহ'র মাধ্যমে জিহাদ" ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

ইলমের মাধ্যমে জিহাদ

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। অজ্ঞতা দূর করা, কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া, বিভ্রান্তির জবাব দেওয়া—এসবই ইলমের জিহাদ।

ইলম ও দাওয়াহ'র মাধ্যমে জিহাদ হলো মানুষের অন্তর, চিন্তা ও সমাজকে সত্যের দিকে পরিবর্তন করার সংগ্রাম। এটি নবীদের পথ, উলামাদের দায়িত্ব এবং প্রত্যেক মুসলিমের সাধ্যানুযায়ী কর্তব্য। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করাই এই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ (جِهَاد) শব্দটি "জাহদ" (جَهْد) ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও সাধনা ব্যয় করা। ক্লাসিক্যাল উসূলশাস্ত্রে জিহাদকে কেবল কিতালের (সশস্ত্র সংগ্রাম) সাথে সমীকরণ করা একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি — বরং

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর যাদুল মা'আদ-এ জিহাদকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন, যার মধ্যে জিহাদুল বায়ান (ইলম ও যুক্তির জিহাদ) এবং জিহাদুদ দাওয়াহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইলমের জিহাদ — কুরআনের ভিত্তি :

১. জিহাদে কাবীর — মহাজিহাদ

আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ফুরকানে ইরশাদ করেন:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"অতএব কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং এটি (কুরআন) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে মহাজিহাদ করো।" (সূরা ফুরকান: ৫২)

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবন কাসির বলেন: এখানে "বিহি" (بِهِ) সর্বনামটি কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান, হুজ্জাহ (দলিল), ও বায়ান (বিশ্লেষণ) দিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করা — এটিই জিহাদে কাবীর। লক্ষণীয় যে এই আয়াতটি মাক্কী যুগে অবতীর্ণ, যখন সশস্ত্র যুদ্ধের কোনো অনুমতিই ছিল না — সুতরাং এখানে জিহাদ একমাত্র ইলম ও হিকমাহ।

২. ইলমের অপরিহার্যতা — নাফরের আয়াত

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

এই আয়াতে আল্লাহ জিহাদের প্রসঙ্গেই জ্ঞানার্জন ও দাওয়াহকে ফরয করলেন। ইমাম কুরতুবি বলেন: "তাফাককুহ ফিদ্দীন" (দ্বীনে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন) এবং "ইনযার" (সতর্ককরণ) — এই দুটি দায়িত্ব পালন করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি

কোনো কোনো অবস্থায় সশস্ত্র জিহাদের চেয়েও অগ্রাধিকারযোগ্য।(সূরা তাওবাহ: ১২২)

৩. ইলম — মর্যাদার মাপকাঠি

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযি এই আয়াতে বলেন: ইলম ছাড়া দাওয়াহ হলো অন্ধকারে তীর ছোঁড়া। জ্ঞানীর মর্যাদাবৃদ্ধি প্রকারান্তরে তাঁকে দাওয়াহ ও সংস্কারের যোগ্য মুজাহিদ বানানোর ঐশ্বরিক পদ্ধতি। (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

দাওয়াহর জিহাদ — কুরআনিক মানহাজ:

১. হিকমাহ, মাওয়িযাহ ও মুজাদালাহ — তিনটি স্তর

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তোমার রবের পথে ডাকো হিকমাহ দিয়ে, উত্তম উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।" (সূরা নাহল: ১২৫)

এই আয়াতে দাওয়াহর তিনটি পদ্ধতি সংকলিত হয়েছে

হিকমাহ — বুদ্ধিমান, চিন্তাশীলদের সাথে

মাওয়িযাহ হাসানাহ — সাধারণ মানুষের সাথে

জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান — বিরোধীদের সাথে

ইমাম শাফেঈ বলেন: "যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করল এবং মানুষকে শেখাল, সে যেন আল্লাহর পথে সদা-যুদ্ধরত।"

২. বাশীর ও নাযীর — দাওয়াহর দ্বৈত কার্য

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

নবী ﷺ-এর দাওয়াতী মানহাজ ছিল — সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ — এই দুটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের এই পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য জিহাদের একটি অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম। (সূরা সাবা: ২৮)

৩. ইবরাহিমী দাওয়াহ — যুক্তির জিহাদের সর্বোচ্চ নমুনা

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ...

হযরত ইবরাহিম আ. নমরুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি — বরং হুজ্জাহ ও বুরহান (যুক্তি ও প্রমাণ) দিয়ে তাওহিদের দাওয়াহ দিয়েছেন। এটি ইলম ও দাওয়াহর জিহাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল কুরআনিক দৃষ্টান্ত। (সূরা বাকারাহ: ২৫৮)

হাদিসের আলোকে ইলম ও দাওয়াহর জিহাদ

১. কলমের জিহাদ — আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم"

"আলিমের মর্যাদা আবিদের (নফল ইবাদতকারীর) উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর।"

(তিরমিযি: ২৬৮৫; হাসান)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট — ইলমের সাধনা ও তার প্রচার নফল ইবাদতের চেয়ে উচ্চমর্যাদার আমল।

২. একটি হাদিসের দাওয়াহ — মহাসওয়াব

"فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ"

"আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকে হিদায়াত দেওয়া তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"

(বুখারি: ৩৭০১, মুসলিম: ২৪০৬)

হযরত আলী রা.-কে খাইবার অভিযানে প্রেরণকালে রাসূল ﷺ এ কথা বলেন — এটি দাওয়াহর মাধ্যমে জিহাদের সর্বোচ্চ পুরস্কারের ঘোষণা।

৩. ইলম প্রচার — সদকায়ে জারিয়া

"إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه"

(মুসলিম: ১৬৩১)

এখানে "ইলমুন ইউনতাফাউ বিহি" — উপকারী জ্ঞান — মৃত্যুর পরেও জারি থাকা আমলের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। সশস্ত্র জিহাদ মৃত্যুর পর বন্ধ হয়; কিন্তু ইলমের জিহাদ মৃত্যুর পরেও চলে। (মুসলিম: ১৬৩১)

৪. বালাগ — দাওয়াহর সর্বজনীন দায়িত্ব

"بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة"

"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হোক।"

(বুখারি: ৩৪৬১)

এই হাদিস দাওয়াহর দায়িত্বকে সার্বজনীন করে দিয়েছে। ইমাম নববী বলেন: এটি উম্মতের প্রতিটি সদস্যের উপর ফরযে কিফায়াহ, এবং অনেক ক্ষেত্রে ফরযে আইন।

৫. মুনকার প্রতিরোধ — কলম ও কণ্ঠের জিহাদ

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"

(মুসলিম: ৪৯)

এই হাদিসে লিসান (কথা ও লেখনী) দিয়ে মুনকার পরিবর্তনের নির্দেশ — এটি দাওয়াহর জিহাদের অন্যতম মূলনীতি।

ইলম ও দাওয়াহর জিহাদের শর্তাবলি ও মানহাজ

ইলমী জিহাদের শর্ত:

ইমাম গাযালি তাঁর ইহইয়া উলুমিদ্দীন-এ উল্লেখ করেন, ইলমী জিহাদের জন্য নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য আবশ্যক:

১. ইখলাস — নিয়তের বিশুদ্ধতা; রিয়া ও প্রচারলিপ্সা থেকে মুক্তি।

২. ইতকান — জ্ঞানের পরিপক্কতা ও নির্ভুলতা।

৩. আদালাহ — চারিত্রিক ন্যায়পরায়ণতা; বলার আগে নিজে আমল করা।

৪. হিকমাহ — প্রজ্ঞাপূর্ণ উপস্থাপনা ও সময়জ্ঞান।

৫. সবর — প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ।

দাওয়াহর জিহাদের মানহাজ

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বলুন, এটাই আমার পথ — আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি বাসিরাহ (সুস্পষ্ট জ্ঞান ও দলিলের ভিত্তিতে), আমি এবং আমার অনুসরণকারীরা।" (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

বাসিরাহ — অর্থাৎ অন্ধ আবেগ নয়, গভীর ইলম ও প্রমাণের ভিত্তিতে দাওয়াহ — এটিই কুরআনের নির্দেশিত মানহাজ।

ক্লাসিক্যাল আলিমদের মতামত:

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো হৃদয়, কলম ও যুক্তির জিহাদ — কারণ এটি সকল প্রকার জিহাদের ভিত্তি।" (যাদুল মা'আদ, ৩/৫-১১)

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ-তে তিনি প্রমাণ করেছেন যে উম্মতের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে ইলম ও দাওয়াহর জিহাদ সামরিক জিহাদের পূর্বশর্ত।

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন: "বাতিলের বিরুদ্ধে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করা ফরয — এবং এটি জিহাদের একটি স্বতন্ত্র প্রকার।" (মজমুউল ফাতাওয়া)

ইলম ও দাওয়াহর মাধ্যমে জিহাদ ইসলামের সবচেয়ে স্থায়ী, ব্যাপক ও প্রভাবশালী জিহাদ। কুরআন একে "জিহাদে কাবীর" বলেছে — "মহাজিহাদ"। হাদিস একে মৃত্যুর পরেও চলমান সদকায়ে জারিয়া বলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় — ইসলামের বিস্তার তলোয়ারের চেয়ে ইলম ও দাওয়াহতেই বেশি হয়েছে।

"وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا" (সূরা ত্বাহা: ১১৪)

"হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

এই দু'আটিই একজন মুজাহিদে ইলম ও দাওয়াহর সর্বোত্তম শিআর।

ইলম ছাড়া দাওয়াহ হয় অন্ধ আবেগ, আর দাওয়াহর নিয়্যত ছাড়া ইলম হয় আত্মকেন্দ্রিক সঞ্চয়। দুটি মিলেই পূর্ণাঙ্গ "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" গঠিত হয়।

ইলম ও দাওয়াহ'র মাধ্যমে জিহাদ হলো মানুষের অন্তর, চিন্তা ও সমাজকে সত্যের দিকে পরিবর্তন করার সংগ্রাম। এটি নবীদের পথ, উলামাদের দায়িত্ব এবং প্রত্যেক মুসলিমের সাধ্যানুযায়ী কর্তব্য। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করাই এই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

অধ্যায় — ১২: অর্থ ও সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ

ইসলামি পরিভাষায় জিহাদের বহুমাত্রিক রূপের মধ্যে **জিহাদ বিল-মাল** (جِهَادُ بِالْمَال) — অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে জিহাদ — একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে আলোচিত বিষয়। কুরআন মাজিদে বহু স্থানে "أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُم" (তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে) — এই দুটি শব্দ একসাথে উল্লিখিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে ইসলামে সম্পদব্যয় কেবল ঐচ্ছিক নয়, বরং দীনের একটি কেন্দ্রীয় দায়িত্ব।

১. কুরআনের দলিলসমূহ

১.১ সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদের একত্র আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

اِنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوْن

"তোমরা বের হয়ে পড়ো — হালকা হোক বা ভারী — এবং জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

— (সূরা তাওবাহ, ৯:৪১)

এই আয়াতে "خِفَافًا وَثِقَالًا" (হালকা ও ভারী) শব্দদ্বয় ইঙ্গিত দেয় যে — ধনী-গরিব, সুস্থ-অসুস্থ, সবারই সাধ্যমতো অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেন: "মাল"-কে "নফস"-এর আগে রাখা ইঙ্গিত করে যে সম্পদ ব্যয় অনেকের জন্য জীবন দেওয়ার চেয়েও কঠিন, কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে সম্পদের প্রতি অধিক আসক্ত।

১.২ জিহাদ বিল-মালের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা বারবার "আমওয়াল" (সম্পদ)-কে "আনফুস" (জীবন)-এর আগে উল্লেখ করেছেন:

*اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন — জান্নাতের বিনিময়ে।"

— (সূরা তাওবাহ, ৯:১১১)

এই আয়াতটি একটি অসাধারণ বাণিজ্যিক রূপকের মাধ্যমে বোঝায় যে মুমিনের সম্পদ মূলত আল্লাহর কাছে বিক্রীত — তা ব্যয় করা তাই স্বাভাবিক কর্তব্য।

এই আয়াতে সম্পদকে জীবনের পাশাপাশি আল্লাহর কাছে সমর্পণের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৩ কৃপণতাকে মুনাফিকির লক্ষণ বলা হয়েছে

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

"তারা নামাজে আসে অলসভাবে এবং ব্যয় করে অনিচ্ছায়।"

— (সূরা তাওবাহ, ৯:৫৪)

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সম্পদব্যয়ে অনীহার উল্লেখ প্রমাণ করে যে ইনফাক (ব্যয়) ঈমানের অপরিহার্য প্রকাশ।

১.৪ সম্পদ আটকে রাখার ভয়াবহ পরিণতি

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা সোনা-রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না — তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

— (সূরা তাওবাহ, ৯:৩৪)

১.৫ জিহাদ থেকে পিছিয়ে পড়ার নিন্দা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো, যখন বলা হয় আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ো, তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকো?"

— (সূরা তাওবাহ, ৯:৩৮)

মুফাসসিরগণ বলেন, "মাটি আঁকড়ে ধরা" কেবল শারীরিক পলায়ন নয় — সম্পদ আঁকড়ে ধরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

— (তাওবাহ: ৪১ এবং সাফ্ফ: ১১)

১.৬ উত্তম ঋণ প্রদানের আহ্বান

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"কে আছো যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যেন তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন?"

— (সূরা বাকারাহ, ২:২৪৫)

এখানে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কে রূপকভাবে "আল্লাহকে ঋণ দেওয়া" বলা হয়েছে — যা এর মহত্ত্বকে অপূর্বভাবে প্রকাশ করে।

১.৭ কৃপণতাকে জিহাদ-বিমুখতার আলামত হিসেবে উল্লেখ

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

"তারা ছোট বা বড় যা-ই ব্যয় করুক এবং যে প্রান্তরই অতিক্রম করুক, তা তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।"

— (তাওবাহ: ১২১)

এই আয়াতে আর্থিক ব্যয়কে আল্লাহর পথে জিহাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. হাদিসের দলিলসমূহ

আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে গাজীকে সজ্জিত করল সে যেন নিজেই গাজওয়া করল, আর যে ব্যক্তি গাজীর পরিবারকে সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করল সেও যেন গাজওয়া করল।"

— (বুখারী: ২৮৪৩, মুসলিম: ১৮৯৫)

এই হাদিসটি জিহাদ বিল-মাল-এর একটি মূলনীতি স্থাপন করে: সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সমান সওয়াব পাওয়া সম্ভব।

২.১ উসমান (রা.)-এর জিহাদ বি ল-মালের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

"জায়শুল উসরাহ" বা সংকটের বাহিনী (তাবুক অভিযান):

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন:

"কে এই বাহিনীকে সজ্জিত করবে?"

হযরত উসমান (রা.) একাই ৯৩০টি উট, ৭০টি ঘোড়া এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

" مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ"

"আজকের পর উসমান যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি নেই।"

— (তিরমিযী: ৩৭০১, সনদ হাসান)

২.২ সাদাকাহ ও আল্লাহর পথে ব্যয় — তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব

"আল্লাহর পথে একটি দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম সাদাকার চেয়ে উত্তম।"

— (নাসাঈ, সনদ সহীহ)

এই হাদিস স্পষ্ট করে যে জিহাদ বিল-মাল সাধারণ দানের চেয়ে বহুগুণ ফযিলতের।

২.৩ মাল ব্যয় না করলে পরিণতির সতর্কবার্তা

"যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে (সুদী কারবারে) ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, চাষাবাদে সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করবে — তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন।"

— (আবু দাউদ: ৩৪৬২, আহমাদ)

এই হাদিসে জিহাদ বিল-মাল পরিত্যাগ করাকে উম্মতের অবনতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ফিকহী বিশ্লেষণ: জিহাদ বিল-মালের প্রকারভেদ

**প্রথম প্রকার: ফরযে কিফায়া হিসেবে

যখন রাষ্ট্র বা উম্মাহর প্রতিরক্ষায় অর্থের প্রয়োজন হয় এবং রাষ্ট্র সক্ষম না হয়, তখন সম্পদশালীদের উপর সহায়তা করা ফরযে কিফায়া।

**দ্বিতীয় প্রকার: ফরযে আইন হিসেবে

যদি শত্রু মুসলিম ভূমি আক্রমণ করে এবং প্রতিরোধের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সামর্থ্যবান প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অর্থ ব্যয় করা ফরযে আইন হয়ে যায়।
(ইমাম নববী, আল-মাজমু')

তৃতীয় প্রকার: নফল হিসেবে

যেকোনো ইসলামী কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় — মাদরাসা, মসজিদ, দাওয়াহ কার্যক্রম।

৪. জিহাদ বিল-মালের খাতসমূহ

৪.১ জিহাদ বিল-মালের সর্বোচ্চ মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ, জীবন ও মুখের কথা দিয়ে।"

— আবু দাউদ, হাদিস: ২৫০৪ (সহিহ)

এই হাদিসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সম্পদ ও জীবনের পাশাপাশি **কথার মাধ্যমে জিহাদ**-কেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৪.২ সেনাবাহিনী প্রস্তুত করায় সহায়তার পুরস্কার

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

"যে একজন গাজিকে (আল্লাহর পথে যোদ্ধাকে) সজ্জিত করল, সে নিজেও যুদ্ধ করল; এবং যে তার পরিবারের হেফাজত করল, সেও যুদ্ধ করল।"

— বুখারি: ২৮৪৩, মুসলিম: ১৮৯৫

এই হাদিস প্রমাণ করে যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ না নিলেও — **সম্পদ দিয়ে সহায়তাকারী একই সওয়াব পান।

৪.৩ আবু বকর রা.-এর সম্পূর্ণ সম্পদ দানের ঘটনা

রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি পরিবারের জন্য কী রেখে এলে?" আবু বকর রা. বললেন:

" رَكَتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَه"ُ

"তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"

— আবু দাউদ: ১৬৭৮ (সহিহ)

এই ঘটনা জিহাদ বিল-মালের চূড়ান্ত আদর্শ উদাহরণ।

৪.৪ ঘোড়া পালনেও সওয়াব

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْم الْقِيَامَةِ

"যে আল্লাহর পথে ঘোড়া বেঁধে রাখে — তার পেট ভরা, তৃষ্ণা মেটানো, এমনকি তার মল-মূত্র পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার পাল্লায় থাকবে।"

— বুখারি: ২৮৫৩

এটি প্রমাণ করে যে সম্পদের ক্ষুদ্রতম ব্যয়ও আল্লাহর কাছে গণনাযোগ্য

৫ জিহাদ বিল-মালের ক্ষেত্রসমূহ

ক. সামরিক সহায়তা

অস্ত্র, যানবাহন, রসদ, যোদ্ধাদের পরিবার ভরণপোষণ — এগুলো সরাসরি জিহাদ বিল-মালের অন্তর্ভুক্ত।

খ. দাওয়াহ ও ইলম প্রসার

মাদরাসা নির্মাণ, কিতাব প্রকাশ, দাঈ প্রেরণে অর্থায়ন — এসবও জিহাদ বিল-মালের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

গ. মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ব্যয়

মসজিদ নির্মাণ, হাসপাতাল, এতিমখানা — এগুলোও বৃহত্তর অর্থে জিহাদ বিল-মালের মধ্যে পড়ে।

ঘ. যাকাত ও সাদাকা

কুরআনে যাকাতের আটটি খাতের একটি হলো "فِي سَبِيلِ اللَّهِ"— আল্লাহর পথে, যা সরাসরি জিহাদ সংশ্লিষ্ট ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে।

৬. ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি: অগ্রাধিকারের প্রশ্ন

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন:

"জিহাদ বিল-মাল অধিকাংশ মানুষের উপর জিহাদ বিন-নাফস (জীবন দিয়ে) এর চেয়ে বেশি আবশ্যক — কারণ সম্পদ ব্যয়ের ক্ষমতা সবার আছে, কিন্তু যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেওয়ার ক্ষমতা সবার নেই।"

ইমাম নববি রহ. উল্লেখ করেন যে কুরআনে অধিকাংশ স্থানে "أَمْوَال"(সম্পদ) "أَنفُس"(জীবন) এর আগে উল্লিখিত হয়েছে — যা সম্পদব্যয়ের সার্বজনীনতাকে ইঙ্গিত করে।

৭.সম্পদব্যয়ে অস্বীকৃতির কুরআনি নিন্দা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছো না? অথচ আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই।"

— সূরা হাদিদ, ৫৭:১০

এই আয়াতে একটি গভীর যুক্তি রয়েছে: সম্পদ তোমার নয়, আল্লাহরই — তাহলে তাঁর পথে ব্যয়ে কার্পণ্য কীসের??

জিহাদ বিল-মাল ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত — যা কেবল যুদ্ধকালীন প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং **দ্বীনের প্রসার, উম্মাহর শক্তি অর্জন এবং সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা** — এ সবকিছুকেই ধারণ করে। কুরআন ও হাদিস একমত যে সম্পদ আল্লাহর আমানত — এবং সেই আমানতের সর্বোত্তম ব্যবহার হলো তা আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা।

সংক্ষেপে, জিহাদ বিল-মাল কেবল দান-সদকার পরিমাণের বিষয় নয় — এটি একটি সামগ্রিক আত্মিক ও সামাজিক অঙ্গীকার, যার কেন্দ্রে থাকে বিশুদ্ধ নিয়ত, হালাল উৎস এবং উম্মাহর কল্যাণে সচেতন ব্যয়।

অধ্যায় — ১৩: জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য :

জিহাদ (جِهَاد) একটি ইসলামি ধারণা যার অর্থ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা — আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে, প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্যন্ত। এর কঠোর নৈতিক সীমা রয়েছে: নারী-শিশু-বেসামরিক মানুষ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, শান্তির প্রস্তাব এলে গ্রহণ করা ফরজ, এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণ হারাম।

সন্ত্রাসবাদ (إرهاب / Terrorism) হলো রাজনৈতিক বা আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিরীহ বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত সহিংসতা — ভয় তৈরির উদ্দেশ্যে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হিরাবা (حرابة) — অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি (ফাসাদ ফিল আরদ), যা কুরআনে সবচেয়ে কঠোর অপরাধগুলোর একটি:

"যে ব্যক্তি একটি প্রাণ হত্যা করল... সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল"

— সূরা মায়িদা ৫:৩২

১. জিহাদের কুরআনিক ভিত্তি

ক) জিহাদের মূল উদ্দেশ্য — ফিতনা দূর করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়।"

— সূরা বাকারা ২:১৯৩

এখানে ফিতনা অর্থ অত্যাচার, ধর্মীয় নিপীড়ন — ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা আগ্রাসন নয়। আয়াতের পরেই বলা হয়েছে:

فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

খ) আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা নির্যাতিত।"

— সূরা হজ্জ ২২:৩৯

এটি ইসলামে সর্বপ্রথম যুদ্ধের অনুমতিসংক্রান্ত আয়াত। লক্ষণীয়:

- অনুমতি দেওয়া হয়েছে, নির্দেশ নয়।

- কারণ স্পষ্ট: জুলুম প্রতিরোধ।

- আক্রমণকারী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

গ) শান্তির প্রস্তাব এলে যুদ্ধ বন্ধ করা ফরজ

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে, তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো।

— সূরা আনফাল ৮:৬১

তাৎপর্য: সন্ত্রাসবাদ কখনো শান্তি মানে না — ইসলামি জিহাদে শান্তির দরজা সর্বদা খোলা।

ঘ) বেসামরিক হত্যা — কুরআনের দৃষ্টিতে মহাপাপ

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়া বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া একটি প্রাণ হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"

— সূরা মায়িদা ৫:৩২

এই আয়াতে দুটি ব্যতিক্রম — কিসাস (সমতুল্য শাস্তি) ও ফাসাদ (বিপর্যয় দমন) — ছাড়া যেকোনো হত্যা পুরো মানবজাতির হত্যার সমান।

ঙ) হিরাবা — ইসলামি আইনে সন্ত্রাসের শাস্তি

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا...

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে সচেষ্ট থাকে, তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড বা শূলে চড়ানো..."

— সূরা মায়িদা ৫:৩৩

ফুকাহারা হিরাবা-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন: অস্ত্রের জোরে জনগণের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা — যা আধুনিক সন্ত্রাসবাদের সাথে হুবহু মেলে।

২. হাদিসের আলোকে জিহাদের নীতিমালা

ক) যুদ্ধের আচরণবিধি — নবীজি ﷺ-এর নির্দেশ

সহিহ মুসলিম — নবীজি ﷺ সেনাপতিকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন:

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়ো। যুদ্ধ করো, কিন্তু গনিমত আত্মসাৎ করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, অঙ্গচ্ছেদ করো না, শিশু হত্যা করো না।"

— সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৭৩১

খ) নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে কোনো নারীকে নিহত অবস্থায় দেখলেন এবং তা অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন: সে তো যোদ্ধা ছিল না।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৩০১৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৭৪৪

আবু বকর সিদ্দিক রা. সেনাবাহিনীকে দেওয়া নির্দেশে যোগ করেছিলেন: বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী, শ্রমিক, গাছ ও পশু — কাউকে হত্যা করো না।

গ) চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হত্যা — জান্নাত হারাম

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّة

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৩১৬৬

ঘ) বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

"প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে, যা দ্বারা তাকে চেনা যাবে।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৩১৮৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৭৩৫

সন্ত্রাসীরা প্রায়ই নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে আক্রমণ করে — এটি ইসলামে সবচেয়ে নিন্দিত কাজগুলোর একটি।

ঙ) নিজেকে হত্যা করা (আত্মঘাতী হামলা) — হারাম

"যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করবে, সে জাহান্নামে সেটাই করতে থাকবে। যে বিষ পান করে মরবে, সে জাহান্নামে বিষ পান করতে থাকবে।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৭৭৮

আত্মঘাতী বোমা হামলা এই হাদিসের সরাসরি বিপরীত — তাই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এটিকে হারাম বলেছেন।

চ) বৃহত্তর জিহাদ — নফসের বিরুদ্ধে

"আমরা ক্ষুদ্র জিহাদ থেকে বৃহত্তর জিহাদে প্রত্যাবর্তন করলাম।" সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন: বৃহত্তর জিহাদ কী? তিনি বললেন: "নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।"

— বায়হাকি, শুআবুল ঈমান।

৩. ইসলামি ফিকহে সন্ত্রাসের নিষিদ্ধতার ভিত্তি

ক. নিরীহ মানুষ হত্যার হারামতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন:

"তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম।" — *সহিহ বুখারি ও মুসলিম*

খ. গাদর (বিশ্বাসঘাতকতা) হারাম

যদি কোনো অমুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় বসবাস করে, তাকে আক্রমণ করা গাদর — যা কবিরা গুনাহ।

গ. ফাসাদ ফিল আরদ

সন্ত্রাস হলো فساد في الأرض (পৃথিবীতে বিপর্যয়) — যার শাস্তি কুরআনে সূরা মায়িদার ৩৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে কঠোরভাবে।

৪. কারা জিহাদকে সন্ত্রাসে পরিণত করে?

ক্লাসিক্যাল ফিকহ চিহ্নিত করে তিনটি বিপথগামিতা:

১. খারিজি মতাদর্শ

যারা নিজেদের বিচারে মুসলমানকে কাফির ঘোষণা করে হত্যা করে। ইমাম আলী (রা.) এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

২. তাকফিরি চিন্তাধারা

অপ্রমাণিত তাকফিরের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে হত্যা করাকে জিহাদ মনে করা — যা ইজমা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

৩. ইনফিরাদি (ব্যক্তিগত) সশস্ত্র অভিযান

বৈধ নেতৃত্ব ও শুরার অনুমোদন ছাড়া একক সিদ্ধান্তে সশস্ত্র পদক্ষেপ — যা শরিয়াহসম্মত জিহাদের শর্ত পূরণ করে না।

৫. সমসাময়িক উলামার ইজমা

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি পণ্ডিতগণ — যেমন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি, দারুল উলুম দেওবন্দ — একমত যে:

আধুনিক সন্ত্রাসবাদ জিহাদ নয়; বরং এটি ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর।

পরিশেষে বলা যায়; জিহাদ একটি সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি-নির্ভর ইবাদাত — যার মূলে রয়েছে ইনসাফ, রহমত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। সন্ত্রাসবাদ হলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত — একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার যা ইসলামের নামে ব্যবহার করা হয় কিন্তু শরিয়াহর কোনো বৈধতা এর নেই।

ইসলামের বার্তা হলো: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" — "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" *(সূরা আম্বিয়া: ১০৭)*

অধ্যায় — ১৪: জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপব্যখ্যা

জিহাদ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, কিন্তু একই সাথে সর্বাধিক ভুল বোঝাবুঝির শিকার একটি পরিভাষা। আধুনিক যুগে দুটি পক্ষ থেকে এই ধারণার বিকৃতি ঘটেছে — একদিকে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো যারা জিহাদকে নির্বিচার সহিংসতার হাতিয়ার বানিয়েছে, অন্যদিকে পশ্চিমা মিডিয়া ও কিছু মহল যারা পুরো ধারণাটিকে সন্ত্রাসের সমার্থক হিসেবে চিত্রিত করেছে। উভয় বিকৃতিই কুরআন ও সুন্নাহর মূল শিক্ষার পরিপন্থী। নিম্নে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রথম ভ্রান্তি: জিহাদ মানেই সশস্ত্র যুদ্ধ (Holy War)

**ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে মনে করেন জিহাদ শুধুমাত্র তলোয়ার বা অস্ত্র দিয়ে লড়াই করার নাম।

** কুরআনের জবাব

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং এর (কুরআনের) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে মহাজিহাদ পরিচালনা করো।"

(সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২)

এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মুসলমানরা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতিই পাননি। এখানে "জিহাদে কাবীর" বলতে কুরআনের যুক্তি, দলিল ও দাওয়াহ দিয়ে সংগ্রাম করাকে বোঝানো হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।"

(সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৭৮)

মুফাসসিরগণ ব্যাখ্যা করেছেন এখানে "হাক্কা জিহাদিহি" অর্থ হলো সর্বোত্তম প্রচেষ্টা — যা নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, এবং সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

** হাদিসের জবাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

" الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ"ِ

"মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"

(তিরমিযী, হাদীস: ১৬২১; আহমাদ)

তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় নবী ﷺ বলেছিলেন:

" رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ"ِ

"আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরে বড় জিহাদের দিকে এলাম।"

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, বড় জিহাদ কী? তিনি বললেন: "جِهَادُ الْقَلْبِ"ِ — "হৃদয়ের জিহাদ।"

(বায়হাকী, যুহদুল কাবীর)

দ্বিতীয় ভ্রান্তি: জিহাদ মানে সন্ত্রাস ও নির্বিচার হত্যা

**ভ্রান্ত ধারণা

চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো দাবি করে যে "জিহাদের নামে" যে কোনো মুসলিম বা অমুসলিমকে হত্যা করা জায়েয।

** কুরআনের জবাব

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে — হত্যার বদলে বা পৃথিবীতে ফাসাদের কারণ ছাড়া — হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"

(সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩২)

এবং বলেছেন:

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯০)

আরও বলা হয়েছে:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৫)

** হাদিসের জবাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন:

"لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً"

"তোমরা বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের হত্যা করো না।"

(আবু দাউদ, হাদীস: ২৬১৪)

" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"

(বুখারী, হাদীস: ৩১৬৬)

তৃতীয় ভ্রান্তি: ইসলাম তরবারি দিয়ে প্রসার লাভ করেছে

** ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে বলেন, ইসলামের প্রচার জোরপূর্বক হয়েছে — মানুষকে বলা হয়েছে "হয় ইসলাম গ্রহণ করো, না হয় মরো।"

** কুরআনের জবাব

এই দাবি কুরআনের সরাসরি বিরোধী:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ মিথ্যা পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِيْن َ

"তুমি কি মানুষকে বাধ্য করবে যতক্ষণ না তারা মুমিন হয়?"

(সূরা ইউনুস, ১০:৯৯)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

"অতএব স্মরণ করিয়ে দাও, তুমি কেবল একজন স্মরণকারী। তুমি তাদের উপর জবরদস্তকারী নও।"

(সূরা আল-গাশিয়াহ, ৮৮:২১-২২)

** হাদিসের জবাব

নবী ﷺ-এর জীবনী থেকে স্পষ্ট যে, তিনি মক্কা বিজয়ের পর কাউকে জোর করে মুসলমান বানাননি। আবু সুফিয়ানের গৃহকে "আশ্রয়স্থল" ঘোষণা করেছিলেন যেখানে প্রবেশকারীরা নিরাপদ থাকবে।

চতুর্থ ভ্রান্তি: জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ ঘোষণা করতে পারে

**ভ্রান্ত ধারণা

আইএস, আল-কায়েদার মতো গোষ্ঠীগুলো দাবি করে যে তারা "জিহাদ ঘোষণা" করার অধিকারী।

**কুরআনের জবাব

আল্লাহ বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের।"

(সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯)

ক্লাসিক্যাল ফিকহের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুযায়ী, কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) ঘোষণার অধিকার শুধুমাত্র বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের (ইমাম বা খলীফার)। ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী (হানবলী), ইমাম নববী (শাফেঈ), এবং ইমাম কাসানী (হানাফী) সকলেই এতে একমত।

**হাদিসের জবাব

" لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"ٌ

অর্থাৎ, জিহাদ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত।

(বুখারী, হাদীস: ২৮২৫)

পঞ্চম ভ্রান্তি: জিহাদে অমুসলিম নাগরিক ও সম্পদ ধ্বংস বৈধ

**কুরআনের জবাব

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

"এবং যখন সে ফিরে যায়, তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ও শস্য ও প্রাণ ধ্বংস করতে ছুটে বেড়ায়।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:২০৫)

এই আয়াতে ফাসাদকারী হিসেবে নিন্দা করা হয়েছে তাদের যারা পরিবেশ ও জীবন ধ্বংস করে।

** হাদিসের জবাব

আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, তখন নির্দেশ দেন:

"لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا"

"কোনো ফলদার গাছ কাটবে না, কোনো আবাদি এলাকা ধ্বংস করবে না।"

(মুওয়াত্তা মালিক; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও বলেছেন:

"لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا"

"খিয়ানত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, মৃতদেহ বিকৃত করো না।"

(মুসলিম, হাদীস: ১৭৩১)

ষষ্ঠ ভ্রান্তি: আত্মঘাতী বোমা হামলা জিহাদের অংশ

**কুরআনের জবাব

" وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"

"এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"

(সূরা আন-নিসা, ৪:২৯)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"নিজেদের নিজেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৫)

**হাদিসের জবাব

"مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

"যে ব্যক্তি কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন সেই বস্তু দিয়েই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

(বুখারী, হাদীস: ৫৭৭৮; মুসলিম)

বিশ্বের অধিকাংশ বিশিষ্ট আলিম — ইমাম ইউসুফ আল-কারযাভী (পরবর্তীতে তিনি মতামত পরিবর্তন করেন), শায়খ বিন বায, শায়খ আলবানী — আত্মঘাতী হামলাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সপ্তম ভ্রান্তি: কুরআনের "যুদ্ধের আয়াত" প্রেক্ষাপটহীনভাবে ব্যাখ্যা করা

** ভ্রান্ত ধারণা

চরমপন্থীরা সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত ("আয়াতুস সাইফ" বা তরবারির আয়াত) উদ্ধৃত করে বলে, ইসলাম সকল অমুসলিমকে হত্যার নির্দেশ দেয়:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه

"যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যতক্ষণ না সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।"

(সূরা আত-তাওবা, ৯:৬)

যুদ্ধের আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট (শান নুযূল) ও নাসিখ-মানসুখ বিজ্ঞান না জানলে মারাত্মক বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

অষ্টম ভ্রান্তি: জিহাদ ও ইসলামোফোবিয়া — সম্পূর্ণ অস্বীকার

**ভ্রান্ত ধারণা

কিছু পশ্চিমা মহল দাবি করেন জিহাদের সশস্ত্র মাত্রা সম্পূর্ণ কল্পনা।

**সঠিক ব্যাখ্যা

কুরআন স্বীকার করে যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (লড়াই করার) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে।"

(সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৯)

কিন্তু এই অনুমতি শর্তসাপেক্ষ, নিয়ন্ত্রিত এবং আত্মরক্ষার সাথে সংযুক্ত — নির্বিচার আগ্রাসনের জন্য নয়।

** জিহাদের প্রকৃত রূহ

ইসলামি পণ্ডিত ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেছেন:

"জিহাদের প্রকৃত ভিত্তি হলো আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়কে প্রতিহত করা — আর এর সর্বোচ্চ রূপ হলো নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।"

কুরআন ও হাদিসের সামগ্রিক পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে, জিহাদ একটি বহুমাত্রিক সংগ্রাম।

সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো — অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য বিশ্বের কাছে উপস্থাপনে।জিহাদ ধ্বংসের হাতিয়ার নয় — এটি আত্মার পরিশুদ্ধি, সমাজের সংস্কার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ।

অধ্যায় — ১৫: সশস্ত্র জিহাদের শর্তাবলি

সশস্ত্র জিহাদ: সশস্ত্র জিহাদ হলো জিহাদের সেই বিশেষ রূপ যা অস্ত্র বা শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। আরবিতে এটিকে جهاد السيف (জিহাদুস সাইফ — "তরবারির জিহাদ") বা القتال في سبيل الله (আল-কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ — "আল্লাহর পথে যুদ্ধ") বলা হয়।

সংজ্ঞা:

ইসলামী ফিকহের পরিভাষায়, সশস্ত্র জিহাদ হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম সমাজের সুরক্ষা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং ফিতনা-ফাসাদ দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে শত্রুর বিরুদ্ধে শারীরিক যুদ্ধ পরিচালনা করা।

** কুরআনের আলোকে সশস্ত্র জিহাদের শর্তসমূহ: সশস্ত্র জিহাদ (জিহাদ আল-সাইফ) ইসলামি শরিয়তের একটি সুনির্দিষ্ট বিধান, যা যেকোনো পরিস্থিতিতে অনুমোদিত নয়। কুরআনুল কারিমে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট শর্ত ও সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন (إذن ولي الأمر)

সশস্ত্র জিহাদ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতে পারে না; এর জন্য রাষ্ট্রীয় ও ইসলামি নেতৃত্বের অনুমোদন অপরিহার্য।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

(সূরা আন-নিসা: ৮৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্ত একমাত্র "উলুল আমর" বা বৈধ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র পদক্ষেপ নিতে পারে না।

২. আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে (دفع العدوان)

কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, সশস্ত্র জিহাদ মূলত প্রতিরক্ষামূলক — প্রথমে আক্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

(সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯)

এটি কুরআনের প্রথম জিহাদের অনুমতির আয়াত। লক্ষণীয় যে, অনুমতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে — "বিআন্নাহুম যুলিমূ" — কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচার ও আগ্রাসনের শিকার হওয়াই সশস্ত্র জিহাদের মূল ভিত্তি।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

(সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

এখানে "الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم" (যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে) — শব্দটি স্পষ্টভাবে প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতি নির্দেশ করে। সাথে "وَلَا تَعْتَدُوا" — সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. নিয়্যাত একমাত্র আল্লাহর পথে হওয়া (في سبيل الله)

সশস্ত্র জিহাদের নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য হতে হবে খাঁটিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দীনের প্রতিষ্ঠা — ব্যক্তিগত স্বার্থ, ভূমি দখল বা জাতীয় আধিপত্য নয়।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

(সূরা আল-বাকারা: ১৯৩)

এই আয়াতে যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে — "ফিতনা" দূরীভূত করা এবং দীন আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য এখানে নিষিদ্ধ।

৪. শান্তির প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া (قبول الصلح)

কুরআন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, শত্রু যদি শান্তির প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণ করতে হবে।

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

(সূরা আল-আনফাল: ৬১)

এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — শত্রু পক্ষ সন্ধির ইঙ্গিত করলে মুসলমানরাও সন্ধির দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। অর্থাৎ যুদ্ধ লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র।

৫. চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হওয়া (نقض العهد)

যাদের সাথে চুক্তি বজায় আছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ নয়।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

(সূরা আত-তাওবা: ৪)

যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি ও সাহায্য করেনি শত্রুদের, তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, চুক্তিভঙ্গ না হলে যুদ্ধের কারণ অনুপস্থিত।

৬. সীমালঙ্ঘন না করা (عدم الاعتداء)

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

(সূরা আল-বাকারা: ১৯৪)

প্রতিশোধ শুধু সমান পরিমাণে গ্রহণযোগ্য — অতিরিক্ত নয়। এটি "আনুপাতিকতার নীতি" (principle of proportionality) প্রতিষ্ঠা করে।

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

(সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

৭.নিরীহ মানুষ হত্যার নিষেধাজ্ঞা (حرمة القتل بغير حق)

কুরআন নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

(সূরা আল-মায়িদা: ৩২)

এই আয়াত সশস্ত্র জিহাদের একটি মহান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে — অত্যাচারিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের রক্ষা করা।

● কুরআনের সামগ্রিক পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে সশস্ত্র জিহাদ একটি শেষ অবলম্বন (last resort) এবং তা কঠোর শর্তের অধীন। এটি কখনও প্রথম পছন্দ নয়, বরং অত্যাচার, আগ্রাসন ও ফিতনার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়। কুরআন বারবার "ওয়ালা তা'তাদূ" (সীমালঙ্ঘন করো না) এবং শান্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে।

** হাদিসের আলোকে সশস্ত্র জিহাদের শর্তাবলি

সশস্ত্র জিহাদ ইসলামি শরিয়তের একটি সুনির্দিষ্ট বিধান, যা যেকোনো পরিস্থিতিতে বৈধ নয়। নবি করিম ﷺ-এর হাদিসসমূহ থেকে এর জন্য একাধিক শর্ত ও নিয়ম-নীতি প্রমাণিত হয়।

সশস্ত্র জিহাদ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রীয় বা শরিয়তসম্মত নেতৃত্বের অনুমোদনসাপেক্ষ।

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

"বিজয়ের পর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত আছে।"

— (বুখারি, হা/২৮২৫; মুসলিম, হা/১৮৬৪)

ইমাম নববি ব্যাখ্যা করেন যে জিহাদ ইমামের পরিচালনাধীন একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব *(ফরযে কিফায়া)*।

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق

"যে ব্যক্তি যুদ্ধ না করে এবং যুদ্ধের নিয়তও না করে মারা গেল, সে মুনাফিকির একটি শাখায় মারা গেল।"

— (মুসলিম, হা/১৯১০)

** ফরযে কিফায়া হিসেবে জিহাদে যাওয়ার ক্ষেত্রে পিতামাতার অনুমতি আবশ্যক।

এক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন:

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ — "তোমার পিতামাতা কি জীবিত?"

সে বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন:

فَفِيهِمَا فَجَاهِد

"তবে তাদের মধ্যেই জিহাদ করো (অর্থাৎ তাদের সেবা করো)।"

— (বুখারি, হা/৩০০৪; মুসলিম, হা/২৫৪৯)

** নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে জিহাদ আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না।

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সমুচ্চ করার জন্য লড়াই করে, সে আল্লাহর পথে আছে।”

— (বুখারি, হা/২৮১০; মুসলিম, হা/১৯০৪)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বিচার হবে এমন এক শহিদের, যে রিয়া (লোকদেখানো) উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিল — আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

— (মুসলিম, হা/১৯০৫)

** যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত ও আলোচনার সুযোগ দেওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

নবি ﷺ কোনো সেনাপতিকে অভিযানে পাঠানোর সময় বলতেন:

ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

"তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও; যদি তারা সাড়া দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করো এবং তাদের থেকে বিরত থাকো।"

— (মুসলিম, হা/১৭৩১)

** যুদ্ধক্ষেত্রে অমুসলিম সাথীদের (আহলুয যিম্মা) নিরাপত্তা

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

— (বুখারি, হা/৩১৬৬)

** হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন — যা নবিজি ﷺ-এর হাদিসের আলোকে প্রণীত:

لا تقطعوا شجرًا مثمرًا، ولا تخربوا عامرًا

"ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, আবাদি এলাকা বিনষ্ট করবে না।"

— (মালিক, মুওয়াত্তা; বায়হাকি, সুনানুল কুবরা)

** বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ

استوصوا بالأسارى خيرًا

"বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।"

— (আবু দাউদ; হাকিম)

সাহাবিরা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকেও বন্দীদের খাবার দিয়েছেন — যা সূরা আল-ইনসান (৭৬:৮)-এ প্রশংসিত হয়েছে।

** পলায়নকারী ও আহত শত্রুকে হত্যা না করা

নবি ﷺ বলেছেন:

إذا ولّى العدو فلا تتبعوا مدبرًا، ولا تجهزوا على جريح

"শত্রু পালিয়ে গেলে তাড়া করো না, আহতকে শেষ করো না।"

— (আবু দাউদ; সনদ হাসান)

● এই শর্তাবলি প্রমাণ করে যে ইসলামি জিহাদ কোনো অরাজক সহিংসতা নয়, বরং এটি নৈতিক, আইনি ও মানবিক নীতিমালার আওতাভুক্ত একটি সুশৃঙ্খল বিধান।

অধ্যায় —১৬: ইসলামি রাষ্ট্র ও জিহাদের সম্পর্ক

ইসলামি চিন্তাধারায় রাষ্ট্র ও জিহাদ পরস্পর সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্ব শুধু রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং এটি একটি ব্যাপক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার অংশ। জিহাদ সেই ব্যবস্থার মধ্যে একটি বহুমাত্রিক দায়িত্ব হিসেবে স্থান পেয়েছে।

১. রাষ্ট্রের ভিত্তি

ইসলামি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো তাওহিদ (আল্লাহর একত্ব) এবং শরিয়াহ (ঐশী বিধান)। এই রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং এটি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

২. ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা ও উদ্দেশ্য

● কুরআনের আলোকে রাষ্ট্রের ভিত্তি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

ফুকাহা একমত যে জিহাদুস সাইফ (সশস্ত্র জিহাদ) ঘোষণার অধিকার কেবলমাত্র উলিল আমর তথা বৈধ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের। ব্যক্তি বা দলীয় পর্যায়ে এই ঘোষণা শরিয়তসম্মত নয়।

● হাদিসের আলোকে রাষ্ট্র ও জিহাদের সম্পর্ক

** ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

"الإمامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه"ِ

(সহিহ বুখারি: ২৯৫৭; সহিহ মুসলিম: ১৮৪১)

"ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) একটি ঢালস্বরূপ, তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার মাধ্যমে রক্ষা পাওয়া যায়।"

এই হাদিস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে জিহাদ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধীনেই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

** অনুমতি ছাড়া জিহাদ নিষিদ্ধ

"لا هجرةَ بعد الفتحِ، ولكنْ جهادٌ ونيَّة"ٌ

(সহিহ বুখারি: ২৮২৫)

এবং আরও সুস্পষ্টভাবে:

"مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة"ً

(সহিহ মুসলিম: ১৮৪৮)

"যে আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামাআত ছেড়ে দিল, তারপর মারা গেল — সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু মরল।"

** জিহাদের লক্ষ্য: ইসলামি রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে

● ফিতনা দূরীকরণ ও দ্বীনের প্রতিষ্ঠা

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

(সূরা আল-বাকারা: ১৯৩)

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন: "জিহাদের উদ্দেশ্য কাফিরদের হত্যা নয়, বরং ইসলামের দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত রাখা এবং জুলুম প্রতিরোধ করা।"

মাযলুমদের সুরক্ষা।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

(সূরা আন-নিসা: ৭৫)

রাষ্ট্রীয় জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষা করা।

**রাষ্ট্র ছাড়া "জিহাদ" দাবির শরিয়তি মূল্যায়ন

কুরআন ও হাদিসের আলোকে এটি সুস্পষ্ট যে:

১. ব্যক্তি বা দলীয় পর্যায়ে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা শরিয়তসম্মত নয় — এটি হিরাবাহ (ডাকাতি ও সন্ত্রাস) বিভাগে পড়তে পারে।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ১৩ বছর ধরে সশস্ত্র জিহাদ করেননি যখন রাষ্ট্র ছিল না — বরং জিহাদুন নাফস ও জিহাদুল কালাম পরিচালনা করেছেন।

৩. আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة

(সূরা আল-বাকারা: ১৯৫)

"নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।" — রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া সশস্ত্র অভিযান উম্মাহর জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

উপসংহার : ইসলামি রাষ্ট্র ও জিহাদের সম্পর্ক পারস্পরিক ও অবিচ্ছেদ্য। কুরআন রাষ্ট্রকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে এবং জিহাদকে রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও দায়িত্ব পালনের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে। হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী, ইমামের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া সশস্ত্র জিহাদ বৈধ নয়। এই দুটি ধারণার মধ্যে শরিয়তি শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা এবং মাসলাহার ভারসাম্য বজায় রাখাই ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল চেতনা।

অধ্যায় — ১৭: মুজাহিদের গুণাবলী ও দায়িত্ব

ভূমিকা: ইসলামী পরিভাষায় মুজাহিদ (مُجَاهِد) বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি আল্লাহর পথে জিহাদে নিয়োজিত — চাই তা নফসের বিরুদ্ধে আত্মিক সংগ্রাম হোক, অথবা বাতিলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ। কুরআন ও হাদিস উভয় উৎসে মুজাহিদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে।

**মুজাহিদের গুণাবলী :

১. আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলী

ক. ইখলাস (اخلاص) — খাঁটি নিয়ত

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে।" (সূরা সাফ, ৬১:৪)

মুজাহিদের নিয়ত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি — জাতীয়তাবাদ, গনিমত বা প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য নয়। হাদিসে এসেছে:

"যে ব্যক্তি লড়াই করে যেন আল্লাহর বাণী সর্বোচ্চ হয়, সে আল্লাহর পথে।"(বুখারি ও মুসলিম)

খ. সবর (صبر) — ধৈর্য ও অটলতা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধরো, পরস্পর ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সীমান্ত রক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকো।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:২০০)

গ. তাওয়াক্কুল (توكل) — আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা

শক্তি ও সংখ্যায় দুর্বল হলেও আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রাখা।

ঘ. তাকওয়া (تقوى) — আল্লাহভীতি

যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন না করা। সীমালঙ্ঘনকারীকে (মু'তাদীন) আল্লাহ পছন্দ করেন না।

ঙ. শুজা'আত (شجاعة) — সাহসিকতা

কাপুরুষতা বর্জন করে সত্যের পথে অবিচল থাকা।

২. বাহ্যিক ও শারীরিক যোগ্যতা

ক্লাসিক্যাল ফিকহশাস্ত্রে (ইমাম আল-মাওয়ার্দি, ইবনু কুদামা প্রমুখের মতে) মুজাহিদের জন্য কতিপয় শর্ত নির্ধারিত।

বালেগ হওয়া — নাবালেগ শিশুর উপর জিহাদ ফরয নয়।

আকলমন্দ হওয়া — পাগল ব্যক্তি মুকাল্লাফ নয়।

স্বাধীন হওয়া — দাসের জন্য মালিকের অনুমতি প্রয়োজন।

সুস্থ ও সক্ষম হওয়া — অন্ধ, পঙ্গু বা দীর্ঘরোগীর উপর ছাড় রয়েছে (সূরা ফাতহ, ৪৮:১৭)।

পিতামাতার অনুমতি — ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রে পিতামাতার অনুমতি আবশ্যক।

**মুজাহিদের দায়িত্বসমূহ

ক. আমিরের আনুগত্য (طاعة الأمير)

ۡيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم

(সূরা নিসা, ৪:৫৯)

মুজাহিদ তার নেতার আদেশ পালন করবে — তবে হারাম কাজে আনুগত্য নেই।

খ. যুদ্ধের আদব রক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী:

- নারী, শিশু, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী ও অযোদ্ধাদের না মারা
- ফসল ও গাছপালা না জ্বালানো
- লাশের অঙ্গহানি না করা (মুসলা নিষিদ্ধ)
- চুক্তিভুক্তদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা

গ. গনিমতে খিয়ানত না করা

গনিমতের মালে আত্মসাৎ (গুলুল) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬১)

ঘ. কাফিরদের সাথে আলোচনার সুযোগ দেওয়া

যুদ্ধের আগে দাওয়াত বা সন্ধির প্রস্তাব দেওয়া সুন্নাহ-সম্মত।

৬. পালিয়ে না যাওয়া

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ... فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

(সূরা আনফাল, ৮:১৬)

— যুদ্ধ থেকে পলায়ন কবিরা গুনাহ।

৪. জিহাদুন-নাফসের মুজাহিদের বৈশিষ্ট্য

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন — জিহাদে আকবর তথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে সফল মুজাহিদের গুণ হলো:

- হাওয়া (প্রবৃত্তি) দমন করা — আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলা।

- শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধ করা — ইলম ও যিকির দ্বারা।

- দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ) অর্জন করা।

- মুহাসাবাতুন-নাফস — নিজের আত্মসমালোচনা করা।

সারসংক্ষেপ: একজন প্রকৃত মুজাহিদ — ভেতরে খালিস নিয়ত ও তাকওয়া, বাইরে শৃঙ্খলা ও আদব, এবং সার্বিকভাবে আল্লাহর বিধানের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।

অধ্যায় — ১৮ নারী ও জিহাদ (দায়ীত্ব ও অংশগ্রহণ)

ইসলামী শরীআতে জিহাদের বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য, তবে দায়িত্ব ও অংশগ্রহণের ধরন ভিন্ন। ক্লাসিক্যাল ফিকহ থেকে শুরু করে আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের বিশ্লেষণ পর্যন্ত এই বিষয়টি সুনির্দিষ্ট কুরআনিক ও হাদিস-ভিত্তিক দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।কুরআনের বেশ কিছু আয়াত মুমিন নারী ও পুরুষ উভয়কেই জিহাদের নির্দেশ দেয়। নিম্নে কুরআনের কিছু আয়াতের আলোচনা করা হলো:

আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী। তারা ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।”(সূরা তাওবাহ:৭১)

ইরশাদ হয়েছে:

“মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে।” সূরা হুজুরাত: ১৫)

অপর এক আয়াতে এসেছে:

“যারা ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে — ক্ষতিগ্রস্ত বা অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত — তারা সমান নয়।”(সূরা আন-নিসা:৯৫)

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নারীর বিষেশ মর্যাদা সম্পর্কিত কিছু আয়াত নাযীল করেছেন। তন্মধ্যে সূরা আহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন:

“নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী... আল্লাহর পথে ধৈর্যধারণকারী পুরুষ ও নারী... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।”এই আয়াতে "আস-সবিরীন ওয়াস-সবিরাত" (ধৈর্যধারণকারী পুরুষ ও নারী) উল্লেখ আছে, যা জিহাদের অন্যতম ভিত্তি।

অপরদিকে সূরা আন-নাহল এর ৯৭ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ আছে

“যে সৎকাজ করে — পুরুষ হোক বা নারী — এবং সে মুমিন হয়, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব।” এই আয়াতটি ইসলামে নারীর সার্বিক ধর্মীয় সমতার দলিল।

**হাদিসের আলোকে নারীর জিহাদে অবস্থান:

হযরত আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত:

“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জিহাদে যেতে পারব? তিনি বললেন: তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জ — মাবরূর (গৃহীত) হজ্জ।”

(বুখারী: ১৫২০; মুসলিম: ১৩২৫)

এই হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বলছে না যে নারী জিহাদ করতে পারবেন না; বরং বলছে যে নারীর জন্য হজ্জ তার বিশেষ প্রাধান্যমূলক জিহাদ।

হযরত রুবাইয়্যি' বিনতে মু'আওউয (রাঃ) বলেন:

"আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম এবং সৈন্যদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত ও শহীদদের মদীনায় ফিরিয়ে আনতাম।

(বুখারী: ২৮৮২)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত:

“উহুদের যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) আয়িশা ও উম্মে সুলাইমকে দেখলেন — তারা তাদের পিঠে মশক বহন করছিলেন এবং আহতদের মুখে পানি দিচ্ছিলেন।”

(বুখারী: ২৮৮০; মুসলিম: ১৮১১)

**সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) সম্পর্কিত:

হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম একটি ছুরি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। নবী (ﷺ) তাঁকে দেখে হাসলেন এবং নিষেধ করেননি। *(মুসলিম: ১৮০৯)*

হযরত নুসাইবা বিনতে কা'আব (উম্মে উমারাহ) (রাঃ):

উহুদের যুদ্ধে তিনি সরাসরি তরবারি হাতে নবী (ﷺ)-কে রক্ষা করেছিলেন এবং নিজে আহত হয়েছিলেন। নবী (ﷺ) বলেছেন:

"উম্মে উমারাহর মর্যাদা অনেকের চেয়ে উর্ধ্বে।"

(ইবনে হিব্বান; তাবারী — সহিহ সনদ)

**জিহাদে নারীর অংশগ্রহণের শর্ত:

চার মাযহাবের সংক্ষিপ্ত মত:

- হানাফী মাযহাব: নারীর জন্য সশস্ত্র জিহাদ ফরয নয়; তবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে (যখন শত্রু সরাসরি আক্রমণ করে) অংশগ্রহণ জায়েয।

- শাফেয়ী মাযহাব: নারী যুদ্ধে যেতে পারবেন সেবা ও সহায়তার কাজে; সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ইমামের অনুমতি প্রয়োজন।

- মালিকী মাযহাব: নারী মুজাহিদদের সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন; বিপদের সময় সশস্ত্র অংশগ্রহণও জায়েয।

- হাম্বলী মাযহাব: ইমামের অনুমতি ও মাহরামের উপস্থিতিতে জায়েয; প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে বাধ্যতামূলক হতে পারে।

**সম্পদ দ্বারা জিহাদে নারীর ভূমিকা

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বর্ণিত:

তিনি নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন — নারীরা কি পুরুষদের মতো পুরস্কার পাবেন? তখন নাযিল হলো:

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে কর্মশীল কোনো ব্যক্তির আমল নষ্ট করব না, পুরুষ হোক বা নারী।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

ইসলাম নারীকে জিহাদ থেকে বঞ্চিত করেনি, বরং তার প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। হজ্জ, আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত, পরিবার গঠন — এগুলো নারীর জন্য মহান জিহাদ। সাহাবিয়াগণের ইতিহাস প্রমাণ করে যে মুসলিম নারী সর্বদা উম্মাহর খিদমতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

অধ্যায় — ১৯: আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

আবু হুরায়রা (রা:) আনহু থেকে বর্ণিত,নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো — কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো: তারপর কী? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

ফিকহি তাৎপর্য: এই হাদিসে জিহাদকে ঈমানের পরপরই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে — হজ্জ, যাকাত বা নামাযের আগে। এটি জিহাদের অসাধারণ ফযীলতের প্রমাণ। (বুখারী: ২৬, মুসলিম: ৮৩)

মুজাহিদ — আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত — এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: যে মুমিন নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (বুখারী: ২৭৮৬, মুসলিম: ১৮৮৮)

◇মুজাহিদের জন্য আল্লাহর যামানত ও প্রতিশ্রুতি

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যামিন হয়েছেন — যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথবা সওয়াব ও গনীমত সহ নিজ ঘরে ফিরে আসবে। (সহীহ বুখারী: ২৭৮৭)

অর্থাৎ, আল্লাহ নিজে মুজাহিদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন — এটি অন্য কোনো আমলকারীর জন্য এভাবে বলা হয়নি।

◇ এক রাতের পাহারা — হাজার রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

আল্লাহর রাস্তায় একদিনের পাহারা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (তিরমিযী: ১৬৬৫, সহীহ)

لَيْلَةٌ يُحْرَسُهَا الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا.

আল্লাহর রাস্তায় একরাতের পাহারা এক হাজার রাত কিয়ামুল লাইল ও দিনে সিয়াম পালনের চেয়ে উত্তম। (মুসলিম: ১৯১৩)

◇আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়ার ফজিলত

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

"সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত — রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও তার সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম।"

— সহীহ বুখারী: ২৮৯২, সহীহ মুসলিম: ১৮৮১

◇মুজাহিদের ঘোড়ার পায়ের ধুলোও ফযীলতপূর্ণ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا.

আল্লাহর রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার পেটে একত্রিত হবে না কখনো। (বুখারী: ২৮১১)

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ধুলো গায়ে মাখে — জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এ হলো মুজাহিদের দেহের ধুলোর মর্যাদা!

◇আল্লাহর রাস্তায় আহত ব্যক্তির মর্যাদা

কুরআনে আল্লাহর রাস্তায় আহত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। সূরা আন-নিসায় আল্লাহ বলেছেন:

"যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করেছে, এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে - এরাই পরস্পর বন্ধু।" (আন-নিসা ৪:৭২)

সূরা আত-তাওবায় আল্লাহ বলেছেন:

"যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে এবং তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে - তারা আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদায় রয়েছে।" (আত-তাওবা ৯:২০)

◇আল্লাহর পথে একদিন অবস্থানের মর্যাদা

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“আল্লাহর পথে একদিন সকাল বা একদিন সন্ধ্যায় বের হওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।”

— সহীহ বুখারী,হাদিস: ২৭৯২
— সহীহ মুসলিম,হাদিস: ১৮৮০

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ ও সংগ্রামের মূল্য দুনিয়ার সব সম্পদের চেয়েও বেশি।

◇মুজাহিদের মর্যাদা রোজাদার ও তাহাজ্জুদগুজারের সমতুল্য

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন:

“আল্লাহর পথে মুজাহিদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে সারারাত নামাজ পড়ে এবং সারাদিন রোজা রাখে...”

— সহীহ বুখারী,হাদিস: ২৭৮৫
— সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৮৭৮

অর্থাৎ মুজাহিদের সৎ নিয়ত ও ত্যাগের কারণে সে বিরাট ইবাদতের সওয়াব লাভ করে।

উপসংহার

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদা ইসলামে অত্যন্ত মহান। মুজাহিদদেরকে ঈমান, ত্যাগ, ধৈর্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উচ্চতম প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন সত্যিকারের মুজাহিদ নিজের নফস, সম্পদ ও জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করে এবং অন্যায়, জুলুম ও বাতিলের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

তবে ইসলামে জিহাদ কেবল যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইলম অর্জন, দাওয়াহ, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সত্য কথা বলা এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে।

আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের জন্য দুনিয়াতে সম্মান এবং আখিরাতে জান্নাত, শাহাদাতের মর্যাদা ও অসীম প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত নিজের অবস্থান থেকে দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও সংগ্রামের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানানো।

অধ্যায় —২০: আধুনিক যুগে জিহাদের প্রসঙ্গিকতা

ইসলামের বহুমাত্রিক ও গভীর ধারণাসমূহের মধ্যে জিহাদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবহ এবং একই সাথে বহুল আলোচিত-সমালোচিত একটি বিষয়। শব্দটি আরবি মূল "জ-হ-দ" (ج-ه-د) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। কুরআন কারীম ও হাদীসের আলোকে জিহাদের ব্যাপকতা শুধু সামরিক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত ও বহুস্তরীয় ধারণা, যা ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কার এবং জ্ঞানচর্চা পর্যন্ত বিস্তৃত।

আধুনিক বিশ্বে জিহাদের ধারণাটি দুটি চরম মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় জিহাদকে কেবল সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে; অপরদিকে কতিপয় চরমপন্থী গোষ্ঠী এই পবিত্র ধারণাটিকে বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। উভয় প্রান্তিকতাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

এই প্রেক্ষাপটে আলেম-ওলামা, গবেষক ও সচেতন মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামের ক্লাসিক্যাল ফিকহি ঐতিহ্যের আলোকে জিহাদের সঠিক স্বরুপ উন্মোচন করা এবং আধুনিক বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।

**আত্মশুদ্ধির জিহাদ

আধুনিক যুগের সবচেয়ে জরুরি এবং সার্বজনীন জিহাদ হলো জিহাদুন-নাফস বা নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, এটিই "জিহাদুল আকবার" — সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর প্রকাশ ঘটে:

- ভোগবাদ ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে — দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

- সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার ও তথ্যের ফিতনার মোকাবেলা।

- নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক বিপর্যয়ের যুগে ইসলামী চরিত্র টিকিয়ে রাখা।

- হালাল জীবিকার সন্ধানে আপোষহীন থাকা।

**জ্ঞান-সাধনার জিহাদ

ইসলামের সোনালি যুগে মুসলমানরা বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা ও গণিতে যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন — তা ছিল জিহাদুল ইলমের ফসল।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে এই জিহাদের দাবী:

ক্ষেত্র:	প্রাসঙ্গিকতা:
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	মুসলিম উম্মাহর পশ্চাদপদতা দূর করা |
ইসলামী গবেষণা	আধুনিক প্রশ্নের ফিকহি সমাধান |
মিডিয়া ও যোগাযোগ	সঠিক ইসলামের উপস্থাপনা |
শিক্ষা বিস্তার	মূর্খতার বিরুদ্ধে লড়াই |

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেছেন: *"আলিমদের কলম শহীদদের রক্তের সমতুল্য।

**বাকস্বাধীনতার মাধ্যমে সত্যের জিহাদ

কুরআন বলেছে: "وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا" — "এর (কুরআনের) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম করো।" (সূরা ফুরকান: ৫২)

এই আয়াতে তরবারির নয়, কুরআনের যুক্তি ও বার্তার মাধ্যমে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক যুগে এর প্রকাশ:

- দাওয়াহ কার্যক্রম — ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা।

- লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য প্রচার।

- ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তিভিত্তিক জবাব।

- ইন্টারনেট ও মিডিয়ায় সঠিক ইসলামী আখ্যান প্রতিষ্ঠা।

**অর্থনৈতিক জিহাদ

সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর পথে অবদান রাখা কুরআনে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। আধুনিক যুগে এর রূপ:

- যাকাত ও সদকার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করা।

- ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ ও সুদমুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

- মজলুম মুসলমানদের সহায়তায় সম্পদ ব্যয়।

- ওয়াকফ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন।

**সংস্কার ও সমাজ গঠনের জিহাদ

নবী করিম (সা.) বলেছেন: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" — "সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"

এই জিহাদের আধুনিক প্রকাশ:

- দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায্য প্রতিবাদ।

- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা।

- পরিবেশ রক্ষায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করা।

- সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ।

**সশস্ত্র জিহাদের আধুনিক প্রসঙ্গ

ক্লাসিক্যাল ফিকহের দৃষ্টিতে সশস্ত্র জিহাদ অনুমোদিত, তবে এর জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট শর্ত:

শর্তসমূহ:

- বৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণা।

- মজলুমের আত্মরক্ষার প্রয়োজন।

- শান্তির সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

- যুদ্ধের নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা।

আধুনিক যুগের বাস্তবতা:

জাতিসংঘের কাঠামো, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার যুগে অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিত মনে করেন যে:

- ব্যক্তিগত বা দলগত সিদ্ধান্তে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা বৈধ নয়।

- আধুনিক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস ইসলামী জিহাদের সংজ্ঞায় পড়ে না।

- ফিলিস্তিন, কাশ্মীরসহ নিপীড়িত অঞ্চলে প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম ইসলামী দৃষ্টিতে বৈধ বলে অধিকাংশ আলিম মত দেন।

**আধুনিক বিকৃতি ও সংশোধনের প্রয়োজন

আধুনিক যুগে জিহাদের ধারণায় দুটি বিপরীত বিকৃতি দেখা যায়:

বিকৃতির ধরন:	প্রকাশ:

অতি-সংকোচ জিহাদকে শুধু "ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম" বলে সীমাবদ্ধ করা |

অতি-সম্প্রসারণ যেকোনো সহিংসতাকে জিহাদের আবরণ দেওয়া।

সঠিক অবস্থান হলো মধ্যপন্থা — যেখানে জিহাদের সকল মাত্রাকে যথাস্থানে স্বীকার করা হয়।

**উপসংহার

"জিহাদের সর্বোচ্চ প্রকাশ আজকের যুগে হলো — জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার সেবা।"

ইসলাম শান্তির ধর্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় ১৩ বছর কোনো সশস্ত্র জিহাদ ছাড়াই দাওয়াহ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি গড়েছিলেন। আধুনিক মুসলিমদের জন্য এই পথই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর।

ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) বলেছেন — বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে অন্তরের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনেক কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক মুসলমানের সামনে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো — নিজেকে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা এবং মানবতার কল্যাণে অবদান রাখা।

অধ্যাশ —২১: আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফজিলত

শহীদের সংজ্ঞা ও মর্যাদা

শহীদ (شَهِيد) শব্দটি আরবি শাহাদা (شَهَادَة) ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ — সাক্ষী হওয়া, উপস্থিত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (فِي سَبِيلِ الله) জীবন উৎসর্গ করেন, তিনি শহীদ। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায়:

"مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ"

— যিনি আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করতে গিয়ে নিহত হন।

কুরআনের আলোকে শাহাদাতের ফজিলত

◇ শহীদরা মৃত নন — জীবিত

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

— (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

অর্থ: "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত।"

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত — কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারো না।"

—(সূরা আল-বাকারা: ১৫৪)

“ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন — এই জীবন হলো বারযাখী জীবন, যেখানে শহীদের রূহ জান্নাতে সবুজ পাখির আকারে বিচরণ করে এবং সরাসরি আল্লাহর আরশের নিচে থেকে জান্নাতের ফল ভোগ করে।”

◇শহীদদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ও আনন্দের ঘোষণা

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"তারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে আনন্দিত এবং তাদের পরে যারা এখনো আসেনি তাদের জন্য সুসংবাদে উৎফুল্ল — যে, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।"

— (সূরা আলে ইমরান: ১৭০)

◇শহীদদের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের ঘোষণা

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

"যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমার পথে কষ্ট ভোগ করেছে এবং লড়াই করে নিহত হয়েছে — আমি অবশ্যই তাদের পাপ মোচন করব।"

—(সূরা আলে ইমরান: ১৯৫)

◇জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থানের প্রতিশ্রুতি

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।"

—(সূরা আত-তাওবাহ: ১১১)

সহীহ হাদিসে শাহাদাতের ফজিলত

◇শহীদের ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

"মিকদাম ইবনে মা'দিকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত — রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শহীদের জন্য আল্লাহর কাছে ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে:

১.প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে ক্ষমা।

২.জান্নাতে তার স্থান দেখানো হবে।

৩.কবরের আজাব থেকে রক্ষা।

৪.হাশরের মহা আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তা।

৫.মাথায় ইয়াকুত-খচিত সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি পাথর দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

৬.বাহাত্তরজন হুরুল 'আইনের সাথে বিবাহ এবং নিকটাত্মীয় সত্তরজনের জন্য সুপারিশের অধিকার।'

— সুনানে তিরমিযী: ১৬৬৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৯৯ | হাদিসটি হাসান সহীহ

◇শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষাকারীর মর্যাদা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيدَ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

"আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ বলেছেন: জান্নাতে প্রবেশের পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, এমনকি তাকে দুনিয়ার সব কিছু দেওয়া হলেও — শুধু শহীদ ছাড়া। সে চাইবে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার নিহত হতে, কারণ সে শাহাদাতের যে সম্মান দেখেছে তা অতুলনীয়।"

— সহীহ বুখারী: ২৮১৭, সহীহ মুসলিম: ১৮৭৭

◇ শহীদের রক্তের মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ — إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

"আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত — রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় আহত হয় — এবং আল্লাহই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হয় — সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে তার রঙ হবে রক্তের রঙ কিন্তু সুগন্ধ হবে মিসকের সুগন্ধ।"

— সহীহ বুখারী: ২৮০৩, সহীহ মুসলিম: ১৮৭৬

◇ শহীদের গোসল ও জানাজা নেই

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

"জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ উহুদের শহীদদের তাদের নিহত স্থানেই দাফন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের উপর জানাযার সালাত পড়লেন না।"

— সুনানে আবূ দাউদ: ৩১৬৫, তিরমিযী: ১০৩৬ | সহীহ

উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা: শহীদকে গোসল না দেওয়া এবং জানাযা না পড়ার কারণ হলো — তাঁর রক্ত ও ক্ষতই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ; তিনি ইতোমধ্যেই আল্লাহর কাছে পবিত্র।

◇শাহাদাত কামনাকারীর বিশেষ মর্যাদা

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

"সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছে দেন — যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"

— সহীহ মুসলিম: ১৯০৯

◇শাহাদাতের নিয়্যতের গুরুত্ব

ইমাম নববী (রহ.) ও ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উভয়েই জোর দিয়ে বলেছেন যে, শাহাদাতের ফজিলত সম্পূর্ণরূপে নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات

"নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।"

— বুখারী: ১, মুসলিম: ১৯০৭

সুতরাং لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ — আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে — এই নিয়্যত ছাড়া কেউ শহীদের পূর্ণ মর্যাদা পাবেন না।

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন — আমরা রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন: শহীদদের রূহ সবুজ পাখির পেটে থাকে, যাদের আরশের সাথে ঝুলন্ত প্রদীপ রয়েছে। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। (মুসলিম: ১৮৮৭)

◇ গোসল ও কাফন ছাড়াই দাফন

"শহীদকে তার রক্ত-মাখা পোশাকেই দাফন করো, কারণ কিয়ামতের দিন তার ক্ষত থেকে রক্তের রং হবে আর সুগন্ধ হবে মিশকের মতো।"

(সহিহ বুখারি)

◇ পুনরায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

"যে ব্যক্তি শহীদ হবে, সে জান্নাতে যা দেখবে তার কারণে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।"

(সহিহ বুখারি)

উপসংহার

আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত ইসলামে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক। কুরআনের একাধিক আয়াত ও বহু সহীহ হাদিস প্রমাণ করে যে, শহীদরা মৃত নন — বরং তারা আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্যে জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত। তাদের জন্য রয়েছে কবরের আজাব থেকে

মুক্তি, হাশরের ভয় থেকে নিরাপত্তা, সরাসরি জান্নাত প্রবেশ এবং প্রিয়জনদের জন্য সুপারিশের মহা সুযোগ। এই ফজিলত কেবল তাদের জন্য, যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

অধ্যায় —২২: রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের জিহাদ

১. জিহাদের ক্রমবিকাশ — মক্কী থেকে মাদানী পর্যায়

ক) মক্কী যুগ: সবর ও দাওয়াহর জিহাদ

মক্কায় প্রথম ১৩ বছর মুসলিমদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরয ছিল না। আল্লাহ তাআলা তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

"অতএব ধৈর্য ধারণ করো, যেমন দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"

— (সূরা আহক্বাফ: ৩৫)

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"তোমরা হাত সংযত রাখো এবং সালাত কায়েম করো।"

— (সূরা নিসা: ৭৭)

সহীহ হাদিস: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই আয়াতটি সেই সাহাবীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যারা মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যুদ্ধের অনুমতি চাইছিলেন।

— (সহীহ বুখারী: ৪৫৯৮)

খ) মাদানী যুগ: অনুমতির আয়াত

হিজরতের পর প্রথমবারের মতো যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা নিপীড়িত হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।"

— (সূরা হাজ্জ: ৩৯)

ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ রহ. বলেন — এটিই কুরআনের প্রথম জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত।

২. রাসূল ﷺ-এর যুগে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য

কুরআন স্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে:

১) ফিতনা দূর করা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়।"

— (সূরা বাকারা: ১৯৩)

২) যুলুম-অত্যাচার প্রতিরোধ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

"তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যুদ্ধ করছ না?"

— (সূরা নিসা: ৭৫)

৩) ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

"যদি আল্লাহ মানুষের একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গির্জা, উপাসনালয়, সিনাগগ ও মসজিদ — যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয় — সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেত।"

— (সূরা হাজ্জ: ৪০)

৩. রাসূল ﷺ-এর যুগের প্রধান যুদ্ধসমূহ

১. বদর (২য় হিজরি/ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ)

ভূমিকা: বদর যুদ্ধ (غزوة بدر) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এটি হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, ১৭ রমজান ২য় হিজরি (৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় কম ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করেন। কুরআনে এই যুদ্ধকে "ইয়াওমুল ফুরকান" (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন) বলা হয়েছে।

যুদ্ধের পটভূমি : মক্কার কুরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে আসছিল। হিজরতের পরও তারা মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি। মূল কারণগুলো ছিল:

কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা: আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে বিপুল পণ্যসম্ভার নিয়ে একটি বড় কাফেলা মক্কায় ফিরছিল।

মুসলমানদের সম্পদ: মক্কায় ফেলে আসা মুসলমানদের বাজেয়াপ্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ।

কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতি: আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশরা কাফেলা রক্ষার অজুহাতে বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়।

দুই পক্ষের শক্তি: মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ৩১৩ জন, ২ টি ঘোড়া এবং ৭০ টি উট ছিলো।যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্রও ছিল না। তবুও তারা ঈমান, ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা নিয়ে অগ্রসর হন। অপরদিকে কুরাইশ বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৯৫০-১০০০ জন,১০০ টি ঘোড়া এবং ১৭০টি উট।কুরাইশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলো আবু জাহল।

যুদ্ধের সূচনা: যুদ্ধ শুরু হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হামজা (রা.), আলী (রা.) ও উবাইদা (রা.) অংশ নেন এবং কুরাইশদের বিখ্যাত যোদ্ধাদের পরাজিত করেন।এরপর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দীর্ঘ দোয়া করেন। কুরআনে উল্লেখ আছে যে আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করেন।

যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

১. কূপের কাছে অবস্থান গ্রহণ: সাহাবি হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) এর পরামর্শে মুসলিম বাহিনী বদরের কূপের নিকটে অবস্থান নেয় এবং শত্রুর পানির পথ বন্ধ করে দেয়।

দোয়া ও ইস্তিগাসা: রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতভর আল্লাহর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করলেন:

اللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূরণ করো। হে আল্লাহ! যদি এই মুসলিম দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।"

৩. ফেরেশতাদের সাহায্য: আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্য চাইছিলে, তিনি সাড়া দিলেন — আমি তোমাদের একহাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব।" (সূরা আনফাল: ৯)

৪. দ্বন্দ্বযুদ্ধ (মুবারাযা): যুদ্ধ শুরু হয় একক দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। কুরাইশ পক্ষ থেকে উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ এবং মুসলিম পক্ষ থেকে আলী, হামযা ও উবায়দা (রা.) অংশ নেন। মুসলিমরা তিনজনকেই পরাজিত করেন।

৫. সাধারণ যুদ্ধ: এরপর পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ একমুষ্টি বালু কুরাইশদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং বললেন: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» — "মুখগুলো কুৎসিত হোক।" কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ رَمٰى

"তুমি যখন নিক্ষেপ করলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি — বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (সূরা আনফাল: ১৭)

যুদ্ধের ফলাফল : মুসলিম বাহিনীর ১৪ জন শহীদ হন। এবং কুরাইশ বাহিনীতে আবু জাহল (ইসলামের অন্যতম প্রধান শত্রু), উতবা ইবন রবিআ,শায়বা ইবন রবিআ,উমাইয়া ইবন খালাফসহ ৭০ জন নিহত হন এবং ৭০ জন কুরাইশকে বন্দী করা হয়।

যুদ্ধের তাৎপর্য

১.ধর্মীয় তাৎপর্য: আল্লাহ এই যুদ্ধকে "ইয়াওমুল ফুরকান" (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিন) বলেছেন:

وَمَا أَنزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ (সূরা আনফাল: ৪১)

২.রাজনৈতিক তাৎপর্য:

- মদিনায় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হলো।

- কুরাইশদের মনোবল ভেঙে পড়ল।
- আরব উপদ্বীপে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলো।

৩.সামরিক তাৎপর্য:

- সংখ্যায় তিনগুণেরও কম হয়েও বিজয় — ইমানের শক্তির প্রমাণ।
- কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের শিক্ষা।
- মুসলিম সামরিক নেতৃত্বের উদ্ভব।

বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

বন্দীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। আবু বকর (রা.) মুক্তিপণ নেওয়ার পক্ষে এবং উমর (রা.) হত্যার পক্ষে মত দিলেন। শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। যারা অর্থ দিতে অক্ষম ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের ১০ জন মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয় — ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষার অনন্য নজির।

উপসংহার: বদর ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি প্রমাণ করে যে আন্তরিক ঈমান, ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করলে ছোট শক্তিও বড় শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। বদর যুদ্ধ মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং ইসলামের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বদর যুদ্ধ শুধু একটি সামরিক বিজয় নয় — এটি ছিল আল্লাহর সাহায্যের জীবন্ত প্রমাণ, যা মুসলিম উম্মাহর আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাসকে চিরকালের জন্য সুদৃঢ় করে দিয়েছে।

২.উহুদ (৩য় হিজরি / ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ)

ভূমিকা :উহুদ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ।এটি ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসে (৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) মদীনার নিকটবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধে (২য় হিজরি) মুসলিমদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর মক্কার কুরাইশরা প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করে। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তারা তিন হাজার সৈন্য একত্রিত করে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে শহরের বাইরে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১,০০০ জন; তবে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মাঝপথে ৩০০ লোক নিয়ে ফিরে গেলে মাত্র ৭০০ জন মুসলিম যোদ্ধা অবশিষ্ট থাকে।

** যুদ্ধের প্রস্তুতি

মুসলিম পক্ষ:

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে ৭০০ জন সাহাবি।
- রাসূল ﷺ প্রথমে মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন।
- তরুণ সাহাবিদের আগ্রহে মদিনার বাইরে উহুদ পাহাড়ের কাছে অবস্থান নেওয়া হয়

কুরাইশ পক্ষ:

- ৩,০০০ সৈন্য, ৭০০ বর্মধারী, ২০০ অশ্বারোহী।
- নেতৃত্বে আবু সুফিয়ান।

** তীরন্দাজদের নির্দেশ — গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

রাসূল ﷺ ৫০ জন তীরন্দাজকে উহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথে (আইনাইন গিরিপথ) মোতায়েন করেন এবং কঠোর নির্দেশ দেন:

"যাই হোক না কেন, এই স্থান ছেড়ে যাবে না — যদি দেখো আমরা বিজয়ী হচ্ছি, তবুও না; যদি দেখো আমরা পরাজিত হচ্ছি, তবুও না।"

** যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি

প্রথম পর্যায় — মুসলিমদের বিজয়

মুসলিমরা প্রচণ্ড বীরত্বে যুদ্ধ করেন। কুরাইশ বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। সাহাবিরা গনিমত সংগ্রহ করতে শুরু করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় — বিপর্যয়

তীরন্দাজদের অধিকাংশ রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করে গনিমতের লোভে গিরিপথ ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। এই সুযোগে কুরাইশ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (তখনও অমুসলিম) তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেন।

মুসলিম বাহিনী দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

তৃতীয় পর্যায় — রাসূল ﷺ আহত

- রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত শহিদ হন, মুখমণ্ডল আহত হন।
- শত্রুপক্ষ গুজব রটায় যে তিনি শহিদ হয়েছেন।
- এতে কিছু সাহাবির মনোবল ভেঙে পড়ে।
- মাত্র কয়েকজন বীর সাহাবি রাসূল ﷺ-কে ঘিরে রক্ষা করেন।

যুদ্ধের ফলাফল: রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত হামযাহ (রা:) সহ মোট ৭০ জন সাহবী এই যুদ্ধে শহীদ হন।

আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সূরা আলে ইমরান-এ বহু আয়াত নাযিল করেন:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

(সূরা আলে ইমরান: ১৫২)

"আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, যখন তোমরা তাদের হত্যা করছিলে তাঁর অনুমতিক্রমে — যতক্ষণ না তোমরা দুর্বল হয়ে পড়লে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়লে।"

শিক্ষা:

১. নেতার আনুগত্য — নির্দেশ অমান্য করলে বিপর্যয় আসে

২. দুনিয়ার মোহ — গনিমতের লোভ পতনের কারণ হয়েছিল

৩. পরীক্ষা ও ধৈর্য — আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেন

৪. শাহাদাতের মর্যাদা — শহিদগণ জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত (সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

৫. ঐক্য ও শৃঙ্খলা — মুসলিম উম্মাহর অপরিহার্য শর্ত

উহুদ যুদ্ধ পরাজয়ের মধ্যেও ইসলামের ইতিহাসে এক অমূল্য পাঠশালা — যা মুমিনদের আনুগত্য, ত্যাগ ও দৃঢ়তার শিক্ষা দেয়।

৩. খন্দক (৫ম হিজরি)

ভূমিকা: খন্দক যুদ্ধ (আরবি: غزوة الخندق), যাকে আহযাব যুদ্ধ-ও বলা হয়, ৫ম হিজরি (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে সংঘটিত হয়। মদিনা থেকে বিতাড়িত বনু নাদির গোত্রের নেতারা মক্কার কুরাইশ ও আরবের বিভিন্ন গোত্রকে একত্রিত করে মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

খন্দক যুদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ:

- বনু নাদিরের প্রতিশোধস্পৃহা।
- ইহুদি নেতাদের কূটনৈতিক তৎপরতায় কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের মৈত্রী গঠন।
- ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে চূড়ান্তভাবে দমনের ইচ্ছা।

সম্মিলিত বাহিনী: প্রায় ১০,০০০ যোদ্ধার এক বিশাল জোটবাহিনী গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান। এতে অংশ নেয় প্রধান কুরাইশ বাহিনী, বৃহৎ মিত্র গাতফান,পরিকল্পনাকারী বনু নাদির ও সহযোগী বনু সুলাইম।

পরিখা খননের পরিকল্পনা

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র প্রায় ৩,০০০। এই অসম পরিস্থিতিতে সালমান আল-ফারসি (রা.) পারস্যের রণকৌশল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মদিনার উত্তর দিকে পরিখা (خندق) খননের পরামর্শ দেন। নবী (ﷺ) এই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

- প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়।
- স্বয়ং রাসূল (ﷺ) মাটি খননে অংশ নেন।
- সাহাবিরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেটে পাথর বেঁধে কাজ করেন।

অবরোধ ও মূল ঘটনাপ্রবাহ

প্রায় ২৭ দিন ধরে অবরোধ চলে। পরিখার কারণে শত্রুবাহিনী মদিনায় প্রবেশ করতে পারেনি।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:

১. নুআইম ইবনে মাসউদ (রা.) — গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে কূটকৌশলে জোটবাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাস ও ভাঙন সৃষ্টি করেন।

২. বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা — মদিনার অভ্যন্তরীণ ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেয়, যা মুসলিমদের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করে।

৩. আমর ইবনে আবদ ওয়ুদ্দের অগ্রাভিযান — কিছু শত্রু সৈন্য পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। বীর আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) তাদের প্রধান যোদ্ধা আমরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন।

আল্লাহর সাহায্য ও যুদ্ধের সমাপ্তি

আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস ও ঝড় পাঠান, যা শত্রুবাহিনীর তাঁবু উপড়ে ফেলে এবং তাদের মনোবল ভেঙে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

(সূরা আহযাব, ৩৩:৯)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো, যখন সৈন্যবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, তখন আমি তাদের উপর বায়ু ও এমন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলাম যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।"

আবু সুফিয়ান বাহিনী গুটিয়ে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হন।

যুদ্ধের ফলাফল ও তাৎপর্য

- মুসলিমদের নিষ্কণ্টক বিজয় — কোনো সরাসরি সম্মুখ সমর ছাড়াই।
- কুরাইশের সামরিক শক্তির চূড়ান্ত পতনের সূচনা।

● রাসূল (ﷺ) বলেন: "এখন থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যাব, তারা আর আমাদের বিরুদ্ধে আসবে না" — (বুখারি)।

● মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয।

● ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় হয়।

উপসংহার: খন্দক যুদ্ধ কেবল একটি সামরিক বিজয় নয়, এটি ছিল ঈমান, কৌশল ও ঐক্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত — যেখানে মুষ্টিমেয় মুমিন বাহিনী দশ হাজারের জোটকে পরাভূত করেছিল আল্লাহর সাহায্যে।

৪ ফাতহু মক্কা (৮ হিজরি) — রক্তপাতহীন বিজয়

ভূমিকা: হুদায়বিয়ার সন্ধি লঙ্ঘন করায় রাসূল ﷺ ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন।

রাসূল ﷺ-এর ঘোষণা: মক্কায় প্রবেশ করে তিনি বললেন:

ُمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِن

"যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে অস্ত্র ফেলে দেবে সে নিরাপদ, যে নিজের দরজা বন্ধ করবে সে নিরাপদ।"

— (সহীহ মুসলিম: ১৭৮০)

সাধারণ ক্ষমা: যারা বছরের পর বছর মুসলিমদের উপর অত্যাচার করেছিল, রাসূল ﷺ তাদের বললেন:

ُاذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء

"যাও, তোমরা মুক্ত।"

— (সীরাতে ইবনে হিশাম, সহীহ সনদ

**রাসূল ﷺ-এর যুগে জিহাদের নীতিমালা ও আদব

যুদ্ধ ঘোষণার আগে দাওয়াহ

রাসূল ﷺ প্রতিটি অভিযানের আগে সেনাপতিদের নির্দেশ দিতেন:

ْادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُم

"প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি তারা সাড়া দেয়, তবে গ্রহণ করো এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো।"

— (সহীহ মুসলিম: ১৭৩১)

**রাসূল ﷺ-এর যুগে শান্তিচুক্তির জিহাদ

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ হিজরি) — কূটনৈতিক জিহাদ

বাহ্যত অপমানজনক মনে হলেও আল্লাহ একে "ফাতহুম মুবীন" (সুস্পষ্ট বিজয়) বললেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

— (সূরা ফাতহ: ১)

শর্তাবলি মেনে নেওয়ায় ফলাফল: দুই বছরের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা ১,৪০০ থেকে ১০,০০০-এ পৌঁছে গেল।

উপসংহার

রাসূল ﷺ-এর যুগের জিহাদ ছিল —

- প্রতিরক্ষামূলক — আগ্রাসী নয়।

- নৈতিক — নিয়ম ও সীমার মধ্যে।

- মানবিক — বন্দী, নারী ও দুর্বলের অধিকার রক্ষাকারী।

- আধ্যাত্মিক — নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল সবচেয়ে বড়।

- কূটনৈতিক — যুদ্ধ ছিল শেষ উপায়, শান্তিচুক্তি ছিল প্রথম পছন্দ।

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد

*"আল্লাহ বিপর্যয় পছন্দ করেন না।"

— (সূরা বাকারা: ২০৫)

রাসূল ﷺ-এর সমগ্র জীবন ছিল এই আয়াতের জীবন্ত প্রতিফলন।

অধ্যায় —২৩: জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন এর ফজিলত

ভূমিকা: জিহাদের পথে বের হওয়া যেমন মহান ইবাদত, তেমনি জিহাদ সম্পন্ন করে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাও আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহ। কুরআন ও সহীহ হাদিসে এই প্রত্যাবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে — আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দু'আ, মুজাহিদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা এবং প্রত্যাবর্তনকালীন আদব ও ফজিলত।

নিম্নে জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন এর ফজিলত কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

** কুরআনের আলোকে —

১. প্রত্যাবর্তনের পরেও জিহাদের ধারাবাহিকতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

(সূরা আন-নিসা, ৪:১০৩)

"অতঃপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামায কায়েম করো।"

এই আয়াতে যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থায় স্বাভাবিক ইবাদতে ফিরে আসার নির্দেশ রয়েছে — অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন শুধু শারীরিক নয়, আত্মিক পুনরুজ্জীবনও বটে।

২. আল্লাহর পথে বের হওয়া ও ফিরে আসার পুরস্কার

وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

(সূরা আন-নিসা, ৪:১০০)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, অতঃপর পথেই মৃত্যু হয়, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে সাব্যস্ত হয়ে যায়।"

এই আয়াত থেকে ফিকহুল ইলম বলে: যে বের হয়েছে তার পুরস্কার নিশ্চিত — আর যে বেঁচে ফিরে এসেছে, সে তো আরও বড় নিয়ামতের অধিকারী — কারণ সে পুনরায় ইবাদত করার সুযোগ পাচ্ছে।

৩. নিরাপদ প্রবেশের দু'আ — কুরআনী শিক্ষা

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

(সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৮০)

"বলো: হে আমার রব! আমাকে সত্যের সাথে প্রবেশ করাও এবং সত্যের সাথে বের করো; এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সহায়কারী শক্তি দাও।"

তাফসীরে ইবনে কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন: এই আয়াতটি সফর, যুদ্ধ এবং যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পাঠের জন্যও প্রযোজ্য।

৪. মুজাহিদের মর্যাদা — প্রত্যাবর্তনের পরেও অটুট

ۦفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

(সূরা আন-নিসা, ৪:৯৫)

"আল্লাহ মুজাহিদদের — যারা স্বীয় সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে — ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ করেছেন।"

লক্ষণীয়: এই আয়াতে ক্রিয়াটি মাযী (অতীত কাল)-এ ব্যবহৃত হয়েছে — অর্থাৎ যে জিহাদ করেছে এবং ফিরে এসেছে, তার মর্যাদা চিরস্থায়ী।

** সহীহ হাদিসের আলোকে —

১. প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যর্থনা

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْض

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩০৮৯)

"আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ যখন কোনো যুদ্ধ, হজ বা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন প্রতিটি উঁচু স্থানে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন।"

আমল: প্রত্যাবর্তনের পথে উঁচু স্থানে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাহ।

২. প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূল ﷺ-এর দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَال

অনুবাদ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সফরের কষ্ট থেকে, বিষণ্ণ প্রত্যাবর্তন থেকে, এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে খারাপ পরিস্থিতি দেখা থেকে আশ্রয় চাই।"(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই দু'আটি বিশেষভাবে প্রত্যাবর্তনকালে পাঠ করতেন রাসূল ﷺ — যা প্রমাণ করে যে ঘরে ফেরাও একটি বিশেষ মুহূর্ত যেখানে দু'আ ও আল্লাহর স্মরণ জরুরি।

৩. প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদের জন্য দু'আ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

"যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে প্রস্তুত করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে তার পরিবারের যত্ন নিল, সেও যেন জিহাদ করল।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়: মুজাহিদের প্রত্যাবর্তন একটি সামষ্টিক আনন্দের বিষয় — গোটা উম্মাহ অংশীদার।

৪. প্রত্যাবর্তনের পর মসজিদে দু'রাকাআত নামায পড়া

ِعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

"কাব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত: নবী ﷺ সফর থেকে ফিরলে প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দু'রাকাআত নামায পড়তেন।"

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪৩; সহীহ মুসলিম)

ফায়দা: যুদ্ধ বা জিহাদ থেকে ফিরে সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘরে শুকরানা আদায় করা — এটি নবীজির নিজস্ব আমল।

৫. প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদের মর্যাদা — গাজীর পুরস্কার

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

َمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ

"আল্লাহর পথে মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো যে বিরামহীনভাবে নামায ও রোযায় মশগুল — যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।"

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৮৭)

এই হাদিসে "যতক্ষণ না ফিরে আসে" — এই বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটি হলো সেই সওয়াবের সমাপ্তি রেখা, যা ঘোষণা করে সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে।

৬. জিহাদ শেষে ঘরে ফেরা — ফেরেশতাদের সাথে আসা

রাসূল ﷺ বলেছেন:

ُإِذَا رَجَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَزْوِ فَلْيُبَشِّرْ أَهْلَه

"তোমাদের কেউ যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে, সে যেন তার পরিবারকে সুসংবাদ দেয়।"

(সুনানে আবু দাউদ, সহীহ সনদে)

৭. "আইবূন, তায়িবূন" — প্রত্যাবর্তনকারীর বিখ্যাত দু'আ

َكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ مِنَ الْغَزْوِ قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُون

অর্থ: "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী।"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৩৪২)

এই দু'আটি জিহাদ-পরবর্তী আত্মশুদ্ধির ঘোষণা — মুজাহিদ জানাচ্ছে সে বিজয় নিয়ে নয়, আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে এসেছে।

৮. প্রত্যাবর্তনকারী গাযীর জন্য রাসূল ﷺ-এর বিশেষ দু'আ

নবীজি ﷺ সাহাবীদের যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনলে বলতেন:

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا وَلَا تُمِتْنَا وَأَبِقْ لَنَا وَأَبِقْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপদে রাখো, আমাদের সাহায্য করো এবং আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে বিজয়ী করো না।"

(সহীহ বুখারী)

** রাতে অতর্কিত প্রবেশ নিষেধ

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا

"নবী ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা হঠাৎ তার পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে।"

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫২৪৪)

কারণ: পরিবারকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার সুযোগ দেওয়া — এটি পরিবারের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ইসলামের শিক্ষা।

উপসংহার

জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন কোনো সাধারণ ঘটনা নয় — এটি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে এই প্রত্যাবর্তন চারটি মূল বার্তা বহন করে:

১. শুকরিয়া — আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

২. তাওবা — যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে, মাফ চাও।

৩. ইবাদত — নামায ও যিকিরে ফিরে এসো।

৪. নম্রতা — বিজয়ের অহংকার নয়, আল্লাহর কাছে অবনত হও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের আমল ছিল — ফিরে এসে মসজিদে যাওয়া, তাকবীর বলা, দু'আ পড়া এবং পরিবারের সাথে কোমল আচরণ করা। এই সুন্নাহ অনুসরণ করাই মুজাহিদের সত্যিকার বিজয়।